আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫

আইন ও বিচার বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫

প্রকাশকাল

এপ্রিল ২০১৬

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ গোলাম সারওয়ার, যুগ্ম-সচিব (বাজেট ও উন্নয়ন)
উম্মে কুলসুম, যুগ্ম-সচিব (মতামত)
শেখ হুমায়ুন কবীর, উপ-সচিব (বাজেট)
মোঃ নূরুল আলম সিদ্দীক, সিনিয়র সহকারী সচিব (বিচার শাখা-৩)
সৈয়দা কানিজ কামরুন নাহার, সিনিয়র সহকারী সচিব (বিচার শাখা-৮)

প্রচ্ছদ

সুদীপ্ত

মুদ্রণ

আবরণ প্রিন্টার্স

প্রকাশক

আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রাষ্ট্রপতি

মোঃ আবদুল হামিদ

রাষ্ট্রপতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আনিসুল হক

মন্ত্রী

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক

সচিব

আইন ও বিচার বিভাগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন ও বিচার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত সভায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়

Justice Reform and Corruption Prevention (JRCP)
প্রকল্পের উপদেষ্টা কমিটির সভায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বক্তব্য প্রদান করছেন

Violence Aganist Women Conference 2014 এর সমাপনী সভা

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত মেলার স্টল পরিদর্শনরত মাননীয় মন্ত্রী

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সম্মানিত মহাপরিচালক এর সাথে প্রশিক্ষণার্থী বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তণ

নবনির্মিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন

নবনির্মিত সিলেট চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন

জজ কোর্ট ভবন, ফরিদপুর

পুরাতন জজকোর্ট ভবন, ময়মনসিংহ

আইন ও বিচার বিভাগ

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫

মুখবন্ধ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের অর্জিত সাফল্য বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হলো। প্রকাশনাটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আইন ও বিচার বিভাগের মুখ্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাযথভাবে অবহিত করা। প্রতিবেদনে ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে আইন ও বিচার বিভাগের বিভিন্ন অনুবিভাগ; মহাপ্রশাসক, সরকারি অছি এবং সরকারি রিসিভার; নিবন্ধন পরিদপ্তর; বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন; বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট; জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার সম্পর্কেও প্রতিবেদনে আলোকপাত করা হয়েছে।

সরকারের কর্মবন্টন বিধিমালা অনুযায়ী আইন ও বিচার বিভাগ অধঃস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যাদি, অধঃস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ, অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারি কৌসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের আইন উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ, আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়, এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল অ্যান্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি এবং অফিসিয়াল রিসিভার নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ, আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন বিচারপ্রার্থীকে আইনগত পরামর্শ প্রদান করে থাকে। সরকারপক্ষে বা সরকারের বিপক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বা প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে যে কোন আপীল দায়ের/দায়েরকৃত আপীলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক আদালত সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং নারী ও শিশু পাচার রোধ, অশ্লীল প্রকাশনা বন্ধ, অপরাধ দমন ও অপরাধীদের সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ, আইনগত ও সাংবিধানিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের যে কোন ব্যাখ্যার বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহকে আইনগত পরামর্শ প্রদান করা এ বিভাগের কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত।

দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আইন ও বিচার বিভাগ জন-প্রশংসিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে স্বাধীন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে অধঃস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ প্রদান করে বিচারাধীন মামলার জট কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং কয়েকটি মামলার রায় কার্যকর করা হয়েছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশ বিচারহীনতার সংস্কৃতি (culture of impunity) হতে বের হতে শুরু করেছে। উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলার জট কমানোর লক্ষ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন বিচারক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আইনজীবী সমিতি ভবন, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন,

সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয় নির্মাণ করে অবকাঠামোগত ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার গতিশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের আইনগত সহায়তা প্রদান করে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আইনে সমান সুযোগ লাভের সক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় পূর্বের ধারাবাহিকতায় আইন ও বিচার বিভাগের ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ সালের সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও অর্জিত সাফল্যের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এ প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হলো।

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব
আইন ও বিচার বিভাগ
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	০১
২.	আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা	০৫
৩.	আইন ও বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো	০৬
	৩.১ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী	০৬
	৩.২ আইন ও বিচার বিভাগের জনবল	০৬
	৩.৩ আইন ও বিচার বিভাগের সংযুক্ত/ অধীনস্ত অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ সংস্থাসমূহ	০৬
৪.	আইন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলী	০৬
৫.	আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ	০৮
	৫.১ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ	০৮
	৫.২ অধঃস্তন আদালত স্থাপন ও পদ সৃজন	০৮
	৫.৩ নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ	০৯
	৫.৪ বাজেট ও উন্নয়ন	১০
	৫.৫ বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন ও বিধিমালা সংশোধন	১২
	৫.৬ হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন কার্যকর	১২
	৫.৭ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা	১২
	৫.৮ মতামত অনুবিভাগের কার্যাবলী	১৩
	৫.৯ নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী	১৪
	৫.১০ সাব-রেজিস্ট্রি অফিস স্থাপন ও নিবন্ধন পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদ সৃজন	১৫
	৫.১১ নিবন্ধন পরিদপ্তরের বিভিন্ন পদে পদোন্নতি, বদলী ও নিয়োগ	১৫
	৫.১২ রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়েল হালনাগাদকরণ	১৫
	৫.১৩ আই সি টি সেলের কার্যাবলী	১৫
	৫.১৪ আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ	১৮
	৫.১৫ সলিসিটর অনুবিভাগ এর কার্যাবলী	১৯
৬.	মহাপ্রশাসক, সরকারি অছি এবং সরকারি রিসিভার	২২
৭.	নিবন্ধন পরিদপ্তর	২২
৮.	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়	২৫
৯.	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	২৯
১০.	জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা	৩৩
১১.	অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস	৩৮
১২.	আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল	৩৯
১৩.	গুরুত্বপূর্ণ মামলা সংক্রান্ত তথ্য	৪৫

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

আইন ও বিচার বিভাগের ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা, কার্যাবলী, সাংগঠনিক কাঠামো, বিদ্যমান জনবল, এ বিভাগের সংযুক্ত এবং অধীনস্ত দপ্তর/ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/ সংস্থা/ অনুবিভাগ এর কার্যাবলী এবং এ বিভাগের আওতাধীন বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপিত হয়েছে।

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 এর Schedule-1 (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions)-এ আইন ও বিচার বিভাগ এর দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিবৃত হয়েছে। আইন ও বিচার বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যসমূহ হলো ঃ (ক) দেশে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করা; (খ) বিচারপ্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে এবং বিদ্যমান মামলাজট নিরসনে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিচারক নিয়োগ, পদ সৃজন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; (গ) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার কার্যক্রমের মাধ্যমে অসহায়, দরিদ্র এবং অসচ্ছল বিচারপ্রার্থী জনগণ-কে আইনগত সহায়তা প্রদান; (ঘ) অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে বিচারিক সেবা সুনিশ্চিত করা; (ঙ) এ বিভাগের আইসিটি সেলের মাধ্যমে যাবতীয় কার্যক্রম তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আওতাধীন করা; (চ) মতামত অনুবিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সরকারি সংস্থা-কে আইনগত মতামত প্রদান এবং (ছ) সলিসিটর অনুবিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে মোকদ্দমায় সরকারপক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর বা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রেরিত মোকদ্দমা থেকে উদ্ভূত আইনগত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং সরকারি আইন কর্মকর্তা নিয়োগ।

৩। বিদ্যমান বিচারকের সংখ্যা তথা জনবল কাঠামো বিরাজমান মামলার সংখ্যার তুলনায় যথেষ্ট নয় বিধায় ২১৪টি সহকারী জজ, ৩৪৬টি মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, ৪১টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ১৯টি পরিবেশ আদালত, ৬টি পরিবেশ আপীল আদালত এবং উল্লিখিত আদালতসমূহে সহায়ক কর্মচারীর পদ সৃজন ও অফিস সরঞ্জামাদি অন্তর্ভুক্তকরণের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ৭টি বিভাগীয় শহরে ৭টি মানব পাচার প্রতিরোধ ট্রাইব্যুনাল সৃজন ও সহায়ক কর্মচারীর পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসনে অনুমোদনের পর অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

৪। বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক বিজেএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাচে ধারাবাহিকভাবে সহকারী জজ নিয়োগ, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধি ও বয়সসীমা শিথিল করে অতিরিক্ত জেলা জজ ও যুগ্ম জেলা জজ পদে পদোন্নতির মাধ্যমে শূণ্য পদ পূরণ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ সৃজন এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরির পদ স্থায়ী করা হয়েছে। তাছাড়া বিগত ২০১৩-২০১৪ সালে সারা দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের আদালতসমূহে কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ সৃজন করা হয়েছে।

৫। আদালতের অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করার স্বার্থে সারা দেশে বহুতল বিশিষ্ট চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সিজেএম) আদালত ভবন নির্মাণ এবং ২৮টি জেলা জজ আদালত ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে চলছে। উল্লেখ্য যে, ৫টি জেলায় সিজেএম আদালত ভবন নির্মাণের কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে, ৪টি জেলায় সিজেএম আদালত ভবন নির্মাণ কাজ ৯০ শতাংশের অধিক, ০৫টি জেলায় ৮০ শতাংশের অধিক, ০৪টি জেলায় ৭০ শতাংশের অধিক, ১০টি জেলায় ৬০-৭০ শতাংশের অধিক এবং অবশিষ্ট ০৮টি জেলায় ৩০-৫০ শতাংশের অধিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দ্রুত অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক স্থান সংকুলান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত এই বিভাগের পক্ষে মনিটরিং করা হচ্ছে।

৬। বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ এবং এ বিভাগের সাথে সংযুক্ত ও আওতাধীন দপ্তর/পরিদপ্তর/আদালত/ ট্রাইব্যুনালের বাজেট প্রস্তুত ও বাজেট ছাড়করণ করে থাকে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন এর পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি, পদ স্থায়ীকরণ এবং অনুন্নয়ন কর্মসূচি এর আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন এ অনুবিভাগ হতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সরকার আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আইন ও বিচার বিভাগের জন্য ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ছিল প্রায় ৮৩০ (আটশত ত্রিশ) কোটি টাকা এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ছিল ১০১০.০০ (এক হাজার দশ) কোটি টাকা। তন্মধ্যে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫৮৪ (পাঁচশত চুরাশি) কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ২১৬ (দুইশত ষোল) কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন খাতে ৬৭০.০২ কোটি (ছয়শত সত্তর কোটি দুই লক্ষ) টাকা এবং উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ৩৩৯.৯৮ কোটি (তিনশত উনচল্লিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ) টাকা। অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/আদালত/ট্রাইব্যুনালের সকল ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

৭। সলিসিটর অনুবিভাগ, এ বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অনুবিভাগ। এ অনুবিভাগের কার্যক্রমের মাধ্যমে মোকদ্দমায় সরকারপক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর বা স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃক প্রেরিত মোকদ্দমা থেকে উদ্ভূত আইনগত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং সরকারপক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য সরকারি আইন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৮। বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে হস্তান্তরিত সম্পত্তির মালিকানা নিরূপিত হয় নিবন্ধীকৃত দলিলের ভিত্তিতে। স্বত্বের মামলার বিচারের ক্ষেত্রে দেশের অধঃস্তন আদালত হতে উচ্চতর আদালত পর্যন্ত নিবন্ধীকৃত দলিলকে প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দলিল রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম আইন ও বিচার বিভাগের অধীন নিবন্ধন পরিদপ্তর কর্তৃক ১৯০৮খ্রিঃ সালের রেজিস্ট্রেশন আইনের বিধিবিধান অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে ৬১টি জেলায় (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত) নিবন্ধন পরিদপ্তরের অধীন ৬১টি জেলা রেজিস্ট্রারের পদ অনুমোদিত আছে। সমগ্র দেশে উপজেলা ভিত্তিক সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের জন্য অনুমোদিত

সাব-রেজিস্ট্রার পদের সংখ্যা ৪৯৩ টি। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ে ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং এ প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় ও রেজিস্ট্রেশন ব্যয় হ্রাস ও সকল প্রকার কর ও ফি একই পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া দলিলের ডিজিটালাইজড কপি থেকে দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য উপস্থাপনের তারিখেই দলিলের সহিমুহরী নকল সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। অধিকন্তু ভূমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ভূমির মূল্য পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

৯। The International Crimes (Tribunals) Act, ১৯৭৩ (Act No. XIX of 1973) এর ৬ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার গত ২৫/০৩/২০১০ খ্রিঃ তারিখে একজন চেয়ারম্যান ও দুই জন সদস্যের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ২২/০৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখে আরও একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। সরকার অফিসিয়াল গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে গত ১৫/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় বিচারপতি জনাব আনোয়ারুল হক-কে চেয়ারম্যান এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম ও মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ সোহরাওয়ারদী-কে সদস্য নিয়োগ করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ পুনর্গঠন করেছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ বর্তমানে অগঠিত অবস্থায় রয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত (৩১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত) সর্বমোট ৪২ টি মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করা হয় ও ২২টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৬টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এ পর্যন্ত ৪টি মামলায় প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

১০। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এ সংস্থার মূল কাজ হলো আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা। কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ছাড়াও প্রতিটি জেলায় জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি, প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্ণিত কমিটিসমূহ আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই পূর্বক আবেদনকারীগণকে আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির উপযুক্ত হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। তাছাড়া জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা সরকারি আইনি সেবাসহ হটলাইন সার্ভিস ও শ্রমিক আইন সহায়তা সেলের মাধ্যমে সর্বাত্মক আইনগত সহায়তা প্রদান করে যাচ্ছে।

১১। বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান। এ ইনস্টিটিউট বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সরকারি

কৌশলীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের পেশাগত মানোন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। অধিকন্তু, ইনস্টিটিউট-কে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 অনুযায়ী আইন ও বিচার বিভাগ এর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্বায়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং আধুনিক বিচার ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন ও বিচার বিভাগ ভবিষ্যতে তার গঠন ও কার্যাবলী যুগোপযোগী করে সহজে ও সুলভে বিচারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে।

২. আইন ও বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতা লাভ করে। অতঃপর একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র কাঠামো গঠন ও আইনের শাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বিচার প্রশাসনের কল্যাণার্থে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়।

১৯৯০ পরবর্তী গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায় একটি যোগ্য ও দক্ষ বিচার প্রশাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকাকালে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর ঐকান্তিক ইচ্ছায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক উইং গঠন করা হয়।

সময়ের সাথে সাথে বিচার প্রশাসনের পরিধি ও কার্যক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় সুশাসন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইন ও বিচার বিভাগ গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিগত ২০০৮-২০১৩ মেয়াদের মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আইনের শাসন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সুবিধার্থে বিগত ২৭ মে ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃবিন্যস্ত করে আইন ও বিচার বিভাগ (Law and Justice Division) এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ (Legislative and Parliamentary Affairs Division) সৃজনের প্রস্তাবে সর্বসম্মত সুপারিশ গৃহীত হয়। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রস্তাবিত আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৩ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে Rules of Business ও Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions সংশোধন ও পুনর্গঠন করে আইন ও বিচার বিভাগ এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ নামে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ০২ (দুই) টি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এ বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর এর কর্মকাণ্ড ও দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়ায় এর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টির ধারাবাহিকতা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

৩. আইন ও বিচার বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো

৩.১ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী

জনাব আনিসুল হক, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

৩.২ আইন ও বিচার বিভাগের জনবল

জনাব আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক, এ বিভাগের সচিব।

এছাড়া এ বিভাগের মোট অনুমোদিত জনবল ২০৯ জন যার মধ্যে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা ৪৯ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ৫৩ জন, তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী ৫৮ জন এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ৪৯ জন।

৩.৩ আইন ও বিচার বিভাগের সাথে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান/অধীনস্ত অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থাসমূহ

(১) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট;
(২) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা;
(৩) রাজস্ব আদালত ব্যতীত বাংলাদেশের সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল;
(৪) সরকারি অছি ও সরকারি রিসিভার, ৭৯/১, কাকরাইল, ঢাকা;
(৫) নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা;
(৬) অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস, সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণ, ঢাকা;
(৭) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা;
(৮) বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১৫ কলেজ রোড, ঢাকা;
(৯) জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা।

৪. আইন ও বিচার বিভাগের কার্যাবলী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business, 1996 এর তফসিল-১ (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions) অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বন্টনকৃত দায়িত্বাবলীর মধ্যে আইন ও বিচার বিভাগকে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ-

- সুপ্রীম কোর্ট এবং অধঃস্তন আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের প্রশাসন সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পাদন।
- বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অধঃস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অ্যাটর্নি জেনারেল, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, সরকারি কৌসুলী, পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের আইন উপদেষ্টাগণের নিয়োগ ও তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।

- বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তর, রেজিস্ট্রেশন পরিদপ্তর এবং এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল অ্যান্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি দপ্তরসমূহের প্রশাসন সম্পৃক্ত কার্যাদি সম্পাদন।
- নোটারী পাবলিক এবং নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ।
- আদালত ও ট্রাইব্যুনালসমূহের জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও স্ট্যাম্প ডিউটি আদায়।
- এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল অ্যান্ড অফিসিয়াল ট্রাস্টি ও অফিসিয়াল রিসিভার নিয়োগ এবং তাদের কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ।
- অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরের সাথে প্রশাসনিক সম্পৃক্ততা।
- আইন ও বিচার বিভাগের প্রশাসনাধীন সকল আইন নিয়ন্ত্রণ।
- বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস সংক্রান্ত বিষয়াদি।
- রাজস্ব আদালত ব্যতিত সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল সৃষ্টি এবং আদালতসমূহের এখতিয়ার ও ক্ষমতা সংক্রান্ত বিষয়াদি।
- বিচার প্রশাসন।
- আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থীকে আইনগত পরামর্শ প্রদান, আইনজীবীদের ফিস প্রদান ও মামলার খরচ প্রদানসহ অন্য যে কোন সহায়তা প্রদান।
- সরকার পক্ষে বা সরকারের বিপক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বা প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে যে কোন আপীল দায়ের/দায়েরকৃত আপীলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- এই বিভাগের সাথে সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক আইনগত বিষয়াদি সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিচার ও আইনগত বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে সম্পাদিত কনভেনশনসহ আন্তর্জাতিক আদালত সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং নারী ও শিশু পাচার রোধ, অশ্লীল প্রকাশনা বন্ধ, অপরাধ দমন ও অপরাধীদের সঙ্গে আচরণ ইত্যাদি বিষয়ে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রেরিত রেফারেন্স সম্পর্কিত ব্যবস্থা গ্রহণ।
- আইনগত ও সাংবিধানিক এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের যে কোন ব্যাখ্যার বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরসমূহকে আইনগত পরামর্শ প্রদান।
- অন্যান্য রাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বিচার বিভাগীয় ও আইনগত বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন ও যোগাযোগ রক্ষা।
- দেওয়ানী মামলার সমন ও ডিক্রি জারী, ভরণ-পোষণের আদেশ বলবৎকরণ এবং বাংলাদেশে মৃত বিদেশী নাগরিকগণের সম্পত্তি পরিচালনার জন্য বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সাথে পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন।
- বিচার ও আইনগত বিষয়ে তদন্ত সম্পাদন এবং পরিসংখ্যান সংরক্ষণ।
- আইন মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং স্থায়ী কমিটির চাহিতমতে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন।

৫. আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের বিবরণ

৫.১ উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগ

২০১৩-২০১৪ সালে হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগকৃত বিচারপতিগণ

ক্রমিক নং	প্রজ্ঞাপনের তারিখ	বিচারপতির বিবরণ	বিচারপতির সংখ্যা	হাইকোর্ট বিভাগ/আপীল বিভাগ
১	৩১-০৭-২০১৩খ্রিঃ	অতিরিক্ত বিচারক	২ জন	হাইকোর্ট বিভাগ

২০১৪-২০১৫ সালে হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগকৃত স্থায়ী বিচারপতিগণ

ক্রমিক নং	প্রজ্ঞাপনের তারিখ	বিচারপতির বিবরণ	বিচারপতির সংখ্যা	হাইকোর্ট বিভাগ/আপীল বিভাগ
১	০৯-০৬-২০১৪খ্রিঃ	স্থায়ী বিচারক	৫ জন	হাইকোর্ট বিভাগ
২	০৩-০৮-২০১৫খ্রিঃ	স্থায়ী বিচারক	২ জন	হাইকোর্ট বিভাগ

২০১৪-২০১৫ সালে হাইকোর্ট বিভাগে নিয়োগকৃত স্থায়ী বিচারপতিগণ

ক্রমিক নং	প্রজ্ঞাপনের তারিখ	বিচারপতির বিবরণ	বিচারপতির সংখ্যা	হাইকোর্ট বিভাগ/আপীল বিভাগ
৩	০৯-০২-২০১৫খ্রিঃ	অতিরিক্ত বিচারক	১০ জন	হাইকোর্ট বিভাগ

৫.২ অধঃস্তন আদালত স্থাপন ও পদ সৃজন

সারাদেশে অধঃস্তন আদালতে বিদ্যমান বিশেষ ধরণের মামলাসহ সকল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি এবং বিচার কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিচারিক আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। নিম্নে সৃজনকৃত আদালত ও পদের বিবরণ ছক আকারে উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্রমিক নং	সৃজনকৃত আদালতের নাম	সৃজনকৃত পদের সংখ্যা		মোট সংখ্যা
		বিচারক	১ম শ্রেণি (নন ক্যাডার) ও অন্যান্য স্টাফ	
১	অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, শরীয়তপুর, মেহেরপুর, বান্দরবন	০৩টি	১৫টি	২০টি
২	যুগ্ম জেলা জজ আদালত, চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলা	০১টি		
৩	সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, বান্দরবন	০১টি		
৪	বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়	-	১০টি	১০টি
৫	বাংলাদেশ বার কাউন্সিল	০১টি (প্রেষণে)	০৭টি	০৮টি

এছাড়া সারাদেশের জেলা জজ ও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ০৯ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৩ নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ

দেশে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের শাসন বলবৎ করার লক্ষ্যে দক্ষ এবং যোগ্য বিচারিক কর্মকর্তার চাহিদা অনস্বীকার্য। সে লক্ষ্যে বিচার প্রশাসনে দক্ষ জনবল সৃষ্টির জন্য ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সরকার ১১৩ জন অতিরিক্ত জেলা জজ-কে জেলা ও দায়রা জজ পদে, ৭৯ জন যুগ্ম জেলা জজ-কে অতিরিক্ত জেলা জজ পদে, ০৬ জন সিনিয়র সহকারী জজ-কে যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ পদে এবং ২০৩ জন সহকারী জজ-কে সিনিয়র সহকারী জজ পদে পদোন্নতি প্রদান করেন। বিচারপ্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৬ষ্ঠ বিজেএস পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ১২৫ জন সহকারী জজ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের মধ্য হতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (জেএটিআই) কর্তৃক আয়োজিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৮০ জন, বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী (বিএমএ) কর্তৃক আয়োজিত বিসিএস অফিসার্স ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্সে ২৮ জন, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) কর্তৃক আয়োজিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪০ জন এবং ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ল্যান্ড সার্ভে অ্যান্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪৭ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ১৩৫ জন অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ-কে জেলা ও দায়রা জজ পদে, ৯০ জন যুগ্ম জেলা জজ-কে অতিরিক্ত জেলা জজ পদে এবং ১২৩ জন সিনিয়র সহকারী জজ-কে যুগ্ম-জেলা ও দায়রা জজ পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া জেলা ও দায়রা জজ, সমপর্যায়ের কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা জজ, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, সমপর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে পদোন্নতি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করায় সংশ্লিষ্ট বিচারকদের কাজের স্পৃহা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বিচারপ্রার্থী জনগণের দুর্ভোগ লাঘবের লক্ষ্যে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৭ম বিজেএস পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ৮০ জন সহকারী জজ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে ৮ম বিজেএস পরীক্ষার মাধ্যমে ৫১ জন সহকারী জজ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং ২ জনের নিয়োগ প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া ১১১ জন সহকারী জজ এর শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের বিষয়ে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদের মধ্য হতে ২০১৪- ২০১৫ সালে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (জেএটিআই) কর্তৃক আয়োজিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ১১৩ জন, বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী (বিএমএ) কর্তৃক আয়োজিত বিসিএস অফিসার্স ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ কোর্সে ৬০ জন, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) কর্তৃক আয়োজিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৬৩ জন এবং ভূমি জরিপ ও রেকর্ড অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ল্যান্ড সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সে ১১১ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করায় বিচারকদের কাজের গুণগত মান ও পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে।

৫.৪ বাজেট ও উন্নয়ন

এ অনুবিভাগ আইন ও বিচার বিভাগ এবং এর অধীনস্ত দপ্তর/পরিদপ্তর/আদালত/ট্রাইব্যুনালের বাজেট প্রস্তুত ও বাজেট ছাড়করণ করে থাকে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগের পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি, পদ স্থায়ীকরণ, অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এর পদ সৃজন, পদের মেয়াদ বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ এবং অনুন্নয়ন কর্মসূচি এর আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন এই অনুবিভাগ হতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সরকার আইন ও বিচার বিভাগের উন্নয়নে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করে। আইন ও বিচার বিভাগের জন্য ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ছিল প্রায় ৮৩০ (আটশত ত্রিশ) কোটি টাকা এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ছিল ১০১০.০০ (এক হাজার দশ) কোটি টাকা। তন্মধ্যে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫৮৪ (পাঁচশত চুরাশি) কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ২১৬ (দুইশত ষোল) কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে অনুন্নয়ন খাতে ৬৭০.০২ কোটি (ছয়শত সত্তর কোটি দুই লক্ষ) টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ৩৩৯.৯৮ কোটি (তিনশত উনচল্লিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ) টাকা বরাদ্দ ছিল। অনুন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে আইন ও বিচার বিভাগের অধীনস্ত বিভিন্ন দপ্তর/আদালত/ট্রাইব্যুনালের সকল ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

নিম্নবর্ণিত ছকে বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগের ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সম্পাদিত কাজের বিবরণ প্রদান করা হলোঃ

১	২	৩				৪
ক্রমিক নং	বিষয়	পরিমাণগত		গুণগত	কাঠামোগত	সাফল্যের হার
		২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫			
১	পূর্ত নির্মাণ কাজ এবং সংস্কার কাজ	৬.০০ কোটি টাকা	৬.০০ কোটি টাকা	--	--	১০০%
২	বিভিন্ন আদালতে কর্মরত কর্মকর্তাদের সরকারী ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য গাড়ী ক্রয়	মাইক্রোবাস ৯টি ও সিডান কার ৭টি	মাইক্রোবাস ১১টি ও সিডান কার ২৪টি	--	--	১০০%
৩	বিভিন্ন আদালতের জন্য কম্পিউটার ক্রয়	১৯টি	...	--	--	১০০%
৪	বিভিন্ন আদালতের জন্য ফ্যাক্স মেশিন ক্রয়	১৮টি	--	--	--	১০০%
৫	বিভিন্ন আদালতের জন্য ফটোকপি মেশিন ক্রয়	০৯টি	...	--	--	১০০%

- রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় সম্পন্ন কর্মসূচিসমূহ ঃ

ক্রমিক নং	২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ	কর্মসূচিসমূহের বর্তমান অবস্থা
১	ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার বিচারক ও স্টাফদের কোয়ার্টার নির্মাণ কাজ	১০০% সম্পন্ন হয়েছে
২	কুমিল্লা জেলা জজ আদালত কম্পাউন্ডে দ্বিতল বিশিষ্ট আদালত ভবনের ২য় উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ও সিড়ি কোঠা নির্মাণ	১০০% সম্পন্ন হয়েছে
৩	ঢাকা জেলার আইনজীবী সমিতির ৯তলা ভিতবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ	১০০% সম্পন্ন হয়েছে
৪	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী চৌকি আদালতসমূহের জন্য ৪-তলা ভিতযুক্ত বর্তমানে দুই তলা ভবন নির্মাণ	৮০% সম্পন্ন হয়েছে
৫	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনের ৭ম ও ৮ম তলার রিনোভেশন এবং ৮ম তলার উপর ৯ম ও ১০ম তলার (আংশিক) উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ	১০০% সম্পন্ন হয়েছে
৬	ঢাকা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের নতুন বিল্ডিং এ একটি লিফট স্থাপন	১০০% সম্পন্ন হয়েছে

- বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগ কর্তৃক বাজেট সংক্রান্ত কাজ ব্যতীত সম্পন্ন করা অন্যান্য কাজসমূহঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর	২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর
১	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগের বিভিন্ন ক্যাটাগরীর পদ সংরক্ষণ	৬৬টি	৬৬টি
২	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের বিভিন্ন ক্যাটাগরীর পদ সৃজন	৩৬টি	৯টি
৩	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের বিভিন্ন ক্যাটাগরীর পদ স্থায়ীকরণ	১৯০টি	৫৪টি
৪	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের বিভিন্ন ক্যাটাগরীর পদের মেয়াদ সংরক্ষণ	২৩৪টি	১৫০টি
৫	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বেতন বৈষম্য দূরীকরণ	১১টি	-
৬	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের পদের মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ	০৯টি	০৯টি
৭	অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের পদের মেয়াদ বৃদ্ধি	১৮০টি	১৮০টি
৮	জনপ্রশাসন ও অর্থ বিভাগের সম্মতিসহ রায় বাস্তবায়ন (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন স্কেল ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত)	২টি	২টি

৫.৫ বিবাহ ও তালাক নিবন্ধন সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা সংশোধন

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ অনুযায়ী দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় ও "গ" শ্রেণির পৌরসভা এলাকায় একজন করে "খ" শ্রেণির পৌরসভায় ৩টি ওয়ার্ড সমন্বয়ে গঠিত অধিক্ষেত্রে একজন করে "ক" শ্রেণির পৌরসভায় ২টি ওয়ার্ড সমন্বয়ে গঠিত অধিক্ষেত্রে একজন করে এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহের প্রতিটি ওয়ার্ড এলাকায় একজন করে মুসলিম নিকাহ রেজিস্ট্রার এবং হিন্দু বিবাহ (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০১৩ মোতাবেক দেশের প্রতিটি উপজেলা এলাকায় একজন করে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় এক বা একাধিক ওয়ার্ড সমন্বয়ে গঠিত অধিক্ষেত্রে একজন করে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ করার বিধান রয়েছে।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ এবং মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা, ২০০৯ এর আলোকে ৬৪ টি জেলায় পূর্বনিযুক্ত নিকাহ রেজিস্ট্রার এর মৃত্যু ও অবসরজনিত কারণে অধিক্ষেত্রসমূহে এবং নতুন অধিক্ষেত্র সৃষ্টি হওয়ার প্রেক্ষিতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৩৯ জন এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৫৩ জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগ প্রদান করা হয় এবং ৬৪ টি জেলায় ২৩ জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার নিয়োগের বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫.৬ হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন কার্যকর

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রীয় বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার লক্ষ্যে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন সম্পর্কিত বিধানাবলী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ এবং হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে, হিন্দু বিবাহ সম্পর্কিত বহু যুগের প্রচলিত প্রথার সংস্কার সাধিত হয়ে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইনি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবাহ সংক্রান্ত বহু সমস্যার সমাধান এবং হিন্দু নাগরিকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। এটি আইন ও বিচার বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ এবং হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বিধিমালা, ২০১৩ এর আলোকে দেশের ৫৮ (আটান্ন) টি জেলার উপজেলাসমূহে এবং সকল সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চলভিত্তিক এলাকায় ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৩১টি এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৭৯টি হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক এর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং ০৬ টি জেলায় ১৭ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী-কে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক এর লাইসেন্স প্রদানের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫.৭ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা

দেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ নিবন্ধনের অভিযোগে ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মোট ২৬ জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সমন্বিতভাবে তদারকি কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, অন্যান্য অভিযোগের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় সারাদেশে জনস্বার্থে ০৮ জন নিকাহ্ রেজিস্ট্রারের লাইসেন্স বাতিল করা হয়। আলোচ্য সময়ে ২৪ জন নিকাহ রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিলের প্রেক্ষিতে প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয় এবং ৪২ জন নিকাহ রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত পর্যায়ে রয়েছে।

৫.৮ মতামত অনুবিভাগের কার্যাবলী

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ৪টি অনুবিভাগের অন্যমত প্রধান হলো মতামত অনুবিভাগ। এ অনুবিভাগে ১ জন যুগ্ম-সচিব ও ৪ জন উপ-সচিব কর্মরত আছেন। Rules of Business, 1996 এর Rule-14 এবং Allocation of Business এর Serial-29A অনুযায়ী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সরকারি দপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন আইন, বিধি, প্রবিধানমালা, নীতিমালা, আদালতের রায় ইত্যাদি বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে মতামত অনুবিভাগ উক্ত বিষয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণপূর্বক মতামত প্রদান করে থাকে।

২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে আইন ও বিচার বিভাগের মতামত অনুবিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য নিম্নোক্ত ছকে প্রদর্শন করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	মতামত প্রত্যাশী মন্ত্রণালয়ের নাম	মতামত প্রদানের সংখ্যা	
		২০১৩-২০১৪ সাল	২০১৪-২০১৫ সাল
১	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১২	১০
২	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩৪	২৯
৩	অর্থ মন্ত্রণালয়	১৫	১০
৪	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়	০৬	১১
৫	কৃষি মন্ত্রণালয়	০৩	০৩
৬	ভূমি মন্ত্রণালয়	০৯	০৫
৭	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	০১	-
৮	তথ্য মন্ত্রণালয়	১১	০৭
৯	খাদ্য মন্ত্রণালয়	০৪	০২
১০	সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়	০২	-
১১	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	০১	০১
১২	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১২	০৭
১৩	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	০৭	০৪
১৪	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০১	০৩
১৫	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	০৭	২২
১৬	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	০৫	১৩
১৭	শিল্প মন্ত্রণালয়	০৩	০৪
১৮	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	০৩	০৩
১৯	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	১৮	২২
২০	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	০৪	০৫
২১	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০১	০৩
২২	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০২	০২

২৩	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১৬	০৬
২৪	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	০২	-
২৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	০৬	০৭
২৬	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০২	০৬
২৭	বিজ্ঞান এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	০২	০১
২৮	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	০৬	০৬
২৯	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	০১	০১
৩০	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩১	২৫
৩১	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	০৩	-
৩২	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	০২	০৩
৩৩	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	--	০৪
৩৪	প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়	০১	০২
৩৫	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	০৩	০৩
৩৬	রেলপথ মন্ত্রণালয়	০১	০৫
৩৭	বিবিধ	৩৩	১৯
	সর্বমোট	২৭০	২৫১

৫.৯ নোটারী পাবলিক নিয়োগ

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। নতুনভাবে নোটারী পাবলিক নিয়োগ এবং পূর্বে নিয়োগকৃত নোটারী পাবলিকগণের সনদ নবায়নের কার্যক্রম আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত হয়।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলীর বিবরণ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	পত্র ও নথি গ্রহণ	নিষ্পন্ন কাজের পরিমান	পেন্ডিং কাজের বিবরণ
১।	নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশমালা গ্রহণ	১৩৫	১৩৫	নেই
২।	নোটারী পাবলিক নবায়ন	৪২৮	৪২৮	নেই
৩।	বিজ্ঞ জেলা জজ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন	৪২৮	৪২৮	নেই

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলীর বিবরণ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	পত্র ও নথি গ্রহণ	নিষ্পন্ন কাজের পরিমান	পেন্ডিং কাজের বিবরণ
১।	নোটারী পাবলিক নিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশমালা গ্রহণ	৮৭	৮৫	০২টি
২।	নোটারী পাবলিক নবায়ন	২২৪	২২৪	নেই
৩।	বিজ্ঞ জেলা জজ কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদন	৫৫২	৫৪২	১০টি

৫.১০ নতুন সাব-রেজিস্ট্রি অফিস স্থাপন এবং নিবন্ধন পরিদপ্তরে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পদ সৃজন

- ৬টি নতুন সাব-রেজিস্ট্রী অফিস সৃজন করা হয়েছে। এছাড়া ০৩টি নতুন সাব-রেজিস্ট্রি অফিস সৃজনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ৬টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের জন্য ৬ জন সাব-রেজিস্ট্রার, ৬ জন অফিস সহকারী, ৬ জন মোহরার এবং ৬ জন অফিস সহায়ক এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৫.১১ নিবন্ধন পরিদপ্তরের বিভিন্ন পদে পদোন্নতি, বদলী ও নিয়োগ

- নিবন্ধন পরিদপ্তরে ০১টি সহকারী মহাপরিদর্শক (নিবন্ধন), ৭টি আইআরও এবং ২৮ টি জেলা রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- পিএসসি কর্তৃক মনোনীত ২ জন সাব-রেজিস্ট্রার এর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে
- সাব-রেজিস্ট্রার এর ৯৭টি শূন্য পদে নিয়োগের বিষয়ে পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে;
- নিবন্ধন পরিদপ্তর এবং এর অধীনস্ত জেলা রেজিস্ট্রি অফিসসমূহের প্রধান সহকারী, উচ্চমান সহকারী এবং প্রধান করণিকগণের মধ্য হতে ২৩টি সাব-রেজিস্ট্রার পদে পদোন্নতির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

৫.১২ রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়েল হালনাগাদ সংস্করণ

রেজিস্ট্রেশন আইনসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আইন-কানুন, বিধি-বিধানে যে সকল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এর সমন্বয়ে রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়েল, ২০১৪ বাংলা ও ইংরেজিতে প্রণয়ন করা হয়েছে।

৫.১৩. আইসিটি সেলের কার্যাবলী

বিচার প্রশাসন ডিজিটাইজেশন ও আইসিটি ভার্চুয়াল স্পেস স্থাপন

বিচার প্রশাসনের যাবতীয় জরুরী, প্রত্যক্ষ ও অ্যাডভোকেসি সেবাসমূহকে আইসিটি প্রযুক্তির সহায়তায় দ্রুততম সময়ে প্রদানের লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগে অত্যাধুনিক সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। এই সার্ভারে উপযুক্ত অফলাইন প্রশাসনিক ব্যাক অফিস সফটওয়্যার ও অনলাইন তথ্য সেবার অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিংয়ের মাধ্যমে বিচার প্রশাসনের ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। আইন ও বিচার বিভাগের ডিজিটাইজেশন বাস্তবায়নে আইসিটি সেল দপ্তরের ২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের গৃহীত কার্যক্রম ও সাফল্য বিস্তারিতভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

<table>
<tr><th rowspan="2">গৃহীত কার্যক্রম</th><th colspan="2">২০১৩-১৪ এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সাফল্য</th></tr>
<tr><th>সন</th><th>বিস্তারিত বিবরণ</th></tr>
<tr><td rowspan="2">আইসিটি সেবা চালু
(ICT Service Activation)</td><td>২০১৪-১৫</td><td>১. বিচারকদের তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম চলমান আছে।
২. দপ্তরসমূহের সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি ডিজিটালাইজড করে সংরক্ষণের কার্যক্রম চলমান আছে।
৩. জাতীয় ওয়েবপোর্টালে ওয়েবসাইট মাইগ্রেশন করা হয়েছে।
৪. ২০১৪ সনের বছর ভিত্তিক সাফল্যের বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে ২০১৫ সনের কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>২০১৩-১৪</td><td>১. বিচারকদের তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে।
২. দপ্তরসমূহের সার্কুলার, বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি ডিজিটালাইজড করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
৩. সলিসিটর অনুবিভাগ এর জন্য সাবডোমেইন এর মাধ্যমে নিজস্ব ওয়েবসাইট পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে।
(solicitor.lawjusticediv.gov.bd)
৪. অত্র বিভাগের কর্মকর্তাদের জন্য নিজস্ব ই-মেইল ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
(mail.lawjusticediv.gov.bd)
৫. ইন্টারনেট সেবা গ্রহণের জন্য নিজস্ব রাউটার স্থাপন করা হয়েছে।
৬. বাংলা গভনেট প্রকল্পের সহযোগিতায় ওয়াই-ফাই প্রযুক্তির ইন্টারনেট সেবা চালু করা হয়েছে।
৭. ২০০৯-২০১৩ সনের বছর ভিত্তিক সাফল্যের বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে ২০১৪ সনের কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন
(ICT Infrastructure Development)</td><td>২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-১৫</td><td>আইসিটি ভার্চুয়াল স্পেস কর্মক্ষম ও সচল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

</td></tr>
<tr><td>আইসিটি জনবল ও প্রশিক্ষণ
(ICT Manpower & Training)</td><td>২০১৪-১৫</td><td>প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী : প্রোগ্রামার
প্রশিক্ষণের নাম : কাস্টমাইজড এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ট্রেনিং প্রোগ্রাম
প্রশিক্ষণের মেয়াদ : ১৮-২৯ মে, ২০১৫
প্রশিক্ষণের স্থান : সিঙ্গাপুর</td></tr>
<tr><td>ইনোভেশন টিম ও ফোকাল পয়েন্ট
(Innovation Team & Focal Point)</td><td>২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫</td><td>আইসিটি সেল দপ্তরের প্রোগ্রামার কে ইনোভেশন টিম এবং ইনোভেশন কমিটি এর সদস্য এবং আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ইনোভেশন ও আইসিটি বিষয়ক বিভিন্ন কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে।
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক ডিজিটাল কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ, ই-কোর্ট অফিস অ্যাপ্লিকেশন চালুকরণের নিমিত্ত ধারণাপত্র তৈরীর কাজ চলমান আছে।</td></tr>
</table>

কর্ম বন্টন ও নাগরিক সেবা
(Work Distribution & Citizen Charter)

২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫

আইসিটি সেবা প্রদানে আইসিটি সেল দপ্তরে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। দপ্তরটি কারিগরী ও সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক বিধায় সমন্বিত কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদান করে আসছে। অত্র দপ্তরের সিটিজেন চার্টার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক প্রণয়ন করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১২/০৯/২০১৩ ইং তারিখের ০৪.০০.০০০০.২১১.০৬.০০৮ .১৩-৩৮২ নং স্মারকের সিদ্ধান্তের আলোকে ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিপত্রের প্রেক্ষিতে আইন ও বিচার বিভাগে আইসিটি শাখা চালু করার জন্য নিম্নরূপ প্রস্তাবিত পদবিন্যাস নির্ধারণ করা হয়:

কর্মকর্তা	সহায়ক কর্মচারী	মোট পদ
সিস্টেম এনালিস্ট-০১	কম্পিউটার অপারেটর - ০৬	১৩টি
প্রোগ্রামার - ০১	অফিস সহায়ক - ০২	
সহকারী প্রোগ্রামার-০২		
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার-০১		

কর্ম বন্টন ও নাগরিক সেবা
(Work Distribution & Citizen Charter)

২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫

বর্তমানে কর্মরত লোকবলের কর্মবন্টন :

প্রোগ্রামার:- প্রস্তুতকৃত দাপ্তরিক কন্টেন্ট ও তথ্য আইসিটি প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যাক অফিস সফটওয়্যার ডাটাবেজে হালনাগাদ করা, ইন্টারনেট মিডিয়াসমূহে (ওয়েবসাইট, জাতীয় ওয়েবপোর্টাল) তথ্য সরবরাহ ও হালনাগাদ করা। অ্যাপ্লিকেশন, ডাটাবেজ ও টুলস আর্কিটেকচার উন্নয়ন এবং পরবর্তী প্রজন্মের ইন্টেলিজেন্ট ডিভাইসের মাধ্যমে জনগণের নিকট স্বচ্ছ তথ্য পরিবেশন করা। অটোমেশন কার্যক্রমের নিমিত্ত দপ্তরভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন আর্কিটেকচার প্রণয়ন করে প্রশাসনকে গতিশীল করা এবং তথ্য পরিবেশনের যন্ত্রপাতির চাহিদা নিরূপণ করা। কমিউনিকেশন সিস্টেমে ব্যান্ডউইথ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

সহকারী প্রোগ্রামার:- চালুকৃত সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশনসমূহে তথ্য প্রবাহের গতি নির্ধারণ, কন্টেন্ট যাচাই-বাছাই, তথ্য সংগ্রহ এবং সিস্টেম হেলথ সম্পর্কে প্রোগ্রামার-কে অবহিত করা। ডাটাবেজ ও অ্যাপ্লিকেশন আর্কিটেকচার অনুযায়ী প্রোটোটাইপ বা ডেমো অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুত করা। কমিউনিকেশন সিস্টেম অপারেশন তদারকি করা। প্রোগ্রামারের অনুপস্থিতে তার দায়িত্ব পালন করা।

ডাটা এন্ট্রি অপারেটর:- সহকারী প্রোগ্রামারের নির্দেশনা অনুযায়ী যাবতীয় তথ্য ও কন্টেন্ট প্রস্তুত করা।

আইসিটি নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র
(ICT Policy, Plan & Strategy)

২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫

বিগত বছরের সামগ্রিক কর্মসূচী পর্যালোচনা করে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি নীতিমালা ও কৌশলপত্র নির্ধারণের বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে।

আইসিটি সরঞ্জাম সংগ্রহ
(ICT Equipement Collection)

২০১৪-১৫

আইসিটি সেল দপ্তরে নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়:

সরঞ্জাম তালিকা (বাংলা গভনেট প্রকল্প কর্তৃক সরবরাহকৃত)	
১. ট্যাবলেট পিসি (১ম লট)	৩০ টি
২. ট্যাবলেট পিসি (২য় লট)	১৯৯ টি

২০১৩-১৪

আইসিটি সেল দপ্তরে নিম্নলিখিত সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়:

সরঞ্জাম তালিকা (বাংলা গভনেট প্রকল্প কর্তৃক সরবরাহকৃত)	
৩. আইপি ফোন	০৪ টি
৪. ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম	০১ টি

আইসিটি সেল কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সাফল্যজনকভাবে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প ২০২১'-এ প্রদত্ত এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে। এর মাধ্যমে এ বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি অধিকতর নিশ্চিত হবে।

৫.১৪. আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক	বিষয়	২০১৪-২০১৫ সালের অর্জন			
		পরিমাণগত	গুণগত	কাঠামোগত	সাফল্য/অগ্রগতির হার
১	বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা সদরে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়) সংশোধিত প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ৮৭০.০০ কোটি টাকা মেয়াদকাল ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে জুন ২০১৬ পর্যন্ত।	২৯টি জেলায় নির্মাণ কাজ চলমান আছে। ৫টি জেলায় নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট জেলাগুলোতেও প্রথম পর্যায়েই আদালত ভবন নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ৩০ টি জেলায় সিজেএম ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে।	আদালত ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে বিচারকগণের এজলাসসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। এতে মামলা পরিচালনায় গতি আসবে এবং মামলা নিস্পত্তির হার বাড়বে।	প্রস্তাবিত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবনে বিচারকগণের এজলাস, খাস কামরা, রেকর্ডরুম এবং দাপ্তরিক অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। নির্মাণাধীন আদালত ভবনসমূহের মধ্যে ১২ তলা ভিত্তির ৮-১০ তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ করা হবে । প্রকল্পটির ২য় সংশোধনকালে স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে আদালত ভবনের তলার সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে।	প্রকল্পটির এডিপি বরাদ্দের তুলনায় ৯৯.৯৭% অর্থ ব্যয় হয়েছে।
২	২৮টি জেলায় আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ জেলা জজ আদালত ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ১৪৯.৯১ কোটি টাকা। মেয়াদকাল ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত।	২৭টি জেলায় নির্মাণ কাজ গৃহীত হয়েছে। ১০টি জেলা জজ আদালতের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট ১৭টি জেলা জজ আদালত ভবন সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।	আদালত ভবনসমূহের উর্ধ্বমুখী নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে বিচারকগণের এজলাসসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। এতে মামলা পরিচালনায় গতি আসবে এবং মামলা নিস্পত্তির হার বাড়বে।	প্রকল্পের প্রস্তাবিত আদালত ভবনসমূহে বিচারকগণের এজলাস, খাস কামরা, রেকর্ডরুম এবং দাপ্তরিক অন্যান্য অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে।	প্রকল্পটির এডিপি বরাদ্দের তুলনায় ১০০% অর্থ ব্যয় হয়েছে।
৩	জাস্টিস সেক্টর ফ্যাসিলিটি প্রকল্প। প্রকল্প ব্যয়: ৫৭.০২ কোটি টাকা। প্রকল্পের মেয়াদকাল: জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত। প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।	প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে পাইলট জেলায় Criminal Justice Co-ordination Committee (CJCC) গঠন এবং সিড ফান্ডের নীতিমালা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। ১৫টি জেলায় পাইলটিং করা হচ্ছে। এছাড়া এ প্রকল্পের সহায়তায় আইন ও বিচার বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।	CJCC Operational Manual তৈরী করা হয়েছে যা সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। Business Process Mapping, Court User Survey, Baseline Survey, Access to Justice Situation Analysis বিষয়ে জরিপ/ সমীক্ষা করা হয়েছে।	প্রকল্পের আওতায় আইন ও বিচার বিভাগসহ কতিপয় সংস্থার কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। সংস্থাসমূহের কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণীত হলে নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় সংস্থাসমূহ অগ্রসর হবে।	প্রকল্পটির এডিপি বরাদ্দের তুলনায় ৯৫% অর্থ ব্যয় হয়েছে।

৪	জাস্টিস রিফর্ম এন্ড করাপশন প্রিভেনশন প্রকল্প। **প্রকল্প ব্যয়ঃ ২২.৮৫ কোটি টাকা** **প্রকল্পের মেয়াদকালঃ** জানুয়ারি/২০১৩ থেকে ডিসেম্বর/ ২০১৫।	কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ এবং রংপুর জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।	Criminal Justice Delivery পদ্ধতির অধিকতর উন্নয়ন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। জার্মান সরকারের GIZ, আইন ও বিচার বিভাগ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের সহযোগিতায় এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।	পাইলটিং জেলাসমূহে মামলা জট ১৫ শতাংশ কমানোর বিষয়ে সহায়তা প্রদান। জমিন ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে একটি বেইল ম্যানুয়াল তৈরি করা।	প্রকল্পটির এডিপি বরাদ্দের তুলনায় ৯৯.৭৮% অর্থ ব্যয় হয়েছে।

৫.১৫ সলিসিটর অনুবিভাগ

এ অনুবিভাগের অধীনে থাকা ৬টি শাখার কার্যাবলি নিম্নে উপস্থাপন করা হলো

রীট শাখা-১

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে দায়েরকৃত রীট মামলার মোট সংখ্যা ১৩৬৪৮, পুনরুজ্জীবিত মামলার সংখ্যা ৩৫ এবং নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা ৭৮২০। উল্লেখ্য যে, ২০১৪খ্রিঃ সনের জুন মাস পর্যন্ত মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে সর্বমোট ৫৮০৬২টি রীট মামলা বিচারাধীন ছিল।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে দায়েরকৃত রীট মামলার মোট সংখ্যা ১৩৭২০, পুনরুজ্জীবিত মামলার সংখ্যা ২৪ এবং নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা ৯৩২৬। উল্লেখ্য যে, ২০১৫খ্রিঃ সনের জুন মাস পর্যন্ত মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে সর্বমোট ৬০৬৫১টি রীট মামলা বিচারাধীন ছিল।

প্রত্যাশী সংস্থা/অফিসের চাহিদা মোতাবেক রীট মোকদ্দমায় সরকারের বিপক্ষে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় আপীল বিভাগে আপীল (CP/CMP) দায়ের ও আপীল মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য নিয়মিত Advocate on Record (AOR) নিয়োগ প্রদান করা হয়।

রীট শাখা-২

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা হতে মতামত/নির্দেশনা/করণীয় সম্পর্কিত প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা ২২৮টি। তন্মধ্যে এই শাখা হতে নিষ্পত্তিকৃত পত্র/নথির সংখ্যা ২২১টি। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা হতে মতামত/নির্দেশনা/করণীয় সম্পর্কিত প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা ১৫১টি। তন্মধ্যে এই শাখা হতে নিষ্পত্তিকৃত পত্র/নথির সংখ্যা ১৪৫টি ।

ফৌজদারী শাখা

ক্রমিক নং	নথির প্রকৃতি	নিষ্পত্তিকৃত নথির সংখ্যা	
		২০১৩-২০১৪	২০১৪-২০১৫
১	মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে সরকারের পক্ষে আপীল দায়েরের প্রস্তাব	৪৮টি	২৪ টি
২	মাননীয় আপীল বিভাগে সরকার পক্ষে অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড নিয়োগ	৪২৩	১৫৬ টি
৩	বিবিধ বিষয়ে সিদ্ধান্ত	৮০টি	১১১ টি
৪	নিজ দায়িত্বে ও নিজ খরচে আপীল/রিভিশন/মিস কেইস দায়েরের জন্য অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত	৯১টি	২১২টি
৫	ডেথ রেফারেন্স মামলার জন্য ল'ইয়ার নিয়োগ সংক্রান্ত	৭২টি	৪১ টি
৬	ডেথ রেফারেন্স মামলার পেপারবুক বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	১৫০টি	৯৯টি
৭	ফৌজদারী আপীল মামলার পেপারবুক বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	২৪২টি	৫০১টি
৮	হলফনামা সম্পাদন অন্তে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে প্রেরণ	১৭টি	২২ টি
৯	অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে দফাওয়ারী জবাব প্রেরণ	৪৩টি	২৪ টি
১০	স্টেট ডিফেন্স ল'ইয়ার এর চূড়ান্ত বিল পাশের জন্য হিসাব শাখায় প্রেরণ	৭১৯টি	৩২টি

এটি/এএটি শাখা

(১)	(২)	(৩)	
ক্রমিক নং	বিষয়	দুই বছরের অর্জন	
		২০১৩-১৪	২০১৪-২০১৫
১	আপীল বিভাগে লীভ টু আপীল দায়ের	১৮৭টি	১০৩টি
২	প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়েরের প্রস্তাব প্রেরণ	২১৪টি	২১০ টি
৩	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল ও আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলায় আইনজীবী নিয়োগ প্রদান	৪৫৫টি	৬৬১টি
৪	আইনজীবীগণের বিল পরিশোধ	৭০৮টি	৪৩৭ টি

দেওয়ানী শাখা

(১)	(২)	(৩)	
ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	
		২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১	সিভিল রিভিশন এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ	৩৬২টি	২৮৪টি
২	প্রথম আপীল/প্রথম বিবিধ আপীল এর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে প্রথম আপীল/ প্রথম বিবিধ আপীল দায়ের	৫১টি	৬৯টি
৩	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর হতে চাহিত বিষয়ে আইনগত মতামত প্রদান	৬১টি	৪১টি
৪	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর হতে আপীল/রিভিশন দায়েরের প্রস্তাবের সাথে কাগজপত্র অসম্পূর্ণ থাকার প্রেক্ষিতে উহা চেয়ে চিঠি প্রেরণ	১১৬টি	১৪৭টি
৫	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরের বিবেচ্য পত্রের আলোকে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের জাবেদা নকল উত্তোলনের পর মতামত প্রদানপূর্বক এ.ও.আর নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ	২৯টি	১৬৪টি

৬	নিয়োগপ্রাপ্ত বিজ্ঞ এ.ও.আর গণের পেশকৃত অগ্রিম বিল পাশ	১২৮টি	১১২টি
৭	বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল/অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেলগণের চাহিত তথ্যাদি সরবরাহ	৪৩টি	৩১টি
৮	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরের হতে বিবেচ্য পত্র প্রাপ্তির পর রিভিশন/ আপীল সরকার বিবাদী পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যবস্থা গ্রহণ	১৬৩টি	২৫৪টি
৯	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তরে মামলার ফলাফল জ্ঞাত করা এবং সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মোকদ্দমায় কাগজপত্র চেয়ে পত্র প্রদান	১৯৭টি	১৭৭
১০	মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে সরকার পক্ষে মামলার রুল ইস্যু হওয়ার পর তলবানা/ডাক খরচ কোর্টে জমা প্রদান	১৭১টি	২২৯টি
১১	মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে সরকার পক্ষে মামলা রুজুসহ হলফনামা সম্পাদন পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং চালানের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে ট্রেজারী অফিস হতে কোর্ট ফি/ ষ্ট্যাম্প সংগ্রহ	৩৩৯টি	৬৫৪টি
১২	মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের রায়ের জাবেদা নকল উত্তোলনের জন্য দরখাস্ত	১০২টি	১১৬টি
১৩	বিবিধ নথিতে কার্যক্রম	৬১টি	৪৯টি
১৪	প্রাপ্ত নকলের ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ	২৯টি	৭৯টি
	সর্বমোট	১৮৬৬টি	২৪০৬টি

জিপি/পিপি শাখা

(১)	(২)	(৩)	
ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা	
		২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
১	ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ	১জন	২ জন
২	পিলখানায় সংঘঠিত বিডিআর বিদ্রোহ ও হত্যা সংক্রান্ত চলমান ডেথ রেফারেন্স ও আপীল মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে আইন কর্মকর্তা নিয়োগ	--	০৮ জন
৩	২১শে আগষ্ট গ্রেনেড হামলার মামলায় বিশেষ পিপি নিয়োগ	--	১ জন
৪	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে এডভোকেট-অন-রেকর্ড নিয়োগ	--	৮জন
৫	জেলা কোর্টসমূহে জিপি নিয়োগ	৫ জন	২৩ জন
৬	জেলা কোর্টসমূহে পিপি নিয়োগ	৫ জন	২৫ জন
৭	জেলা কোর্টসমূহে বিশেষ পিপি নিয়োগ	১৩ জন	৫০ জন
৮	জেলা কোর্টসমূহে অতিরিক্ত পিপি নিয়োগ	৪২ জন	১৪৪ জন
৯	জেলা কোর্টসমূহে অতিরিক্ত জিপি নিয়োগ	১৮ জন	৭৬ জন
১০	জেলা কোর্টসমূহে এপিপি নিয়োগ	১৭৫ জন	১০০৭ জন
১১	জেলা কোর্টসমূহে এজিপি নিয়োগ	৪২ জন	২৬৪ জন

ফৌজদারী মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মনিটরিং সেল গঠন

আমাদের দেশে তুচ্ছ কারণে বিভিন্ন সময় মামলা মোকদ্দমা হয়ে থাকে। তাছাড়া, জনগণের মধ্যে অপরাধ প্রবণতাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশে বিশেষ করে ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও সেই তুলনায় বিচারকসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা খুবই অপ্রতুল। ফলে অনেক সময় ফৌজদারী মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সে বিষয়টি উপলব্ধি করে ৫ থেকে ১০ বছরের বেশী পুরাতন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সরকার এই বিভাগের সলিসিটর-কে প্রধান করে একটি মনিটরিং সেল গঠন করেছে। উক্ত সেল বর্ণিত বিষয় মনিটরিং করার জন্য নিয়মিত ভাবে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে থাকে।

৬. মহাপ্রশাসক, সরকারী অছি এবং সরকারী রিসিভার

● অফিসিয়াল রিসিভার এ্যাক্ট, ১৯৩৮ এর বিধান এবং মাননীয় সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানী কোর্টের আদেশ অনুযায়ী ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে যে ৫ (পাঁচ) টি কোম্পানীর অবলুপ্তির কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়েছে সেগুলো হলোঃ

(১) কোম্পানী ম্যাটার নং-১২/১৯৯৪, হালিমা টেক্সটাইলস লিঃ (অবলুপ্ত)।
(২) কোম্পানী ম্যাটার নং-৩/১৯৭৯, সুরমা এন্টারপ্রাইজ লিঃ (অবলুপ্ত)।
(৩) কোম্পানী ম্যাটার নং-২৪২/২০১৩, শুভেচ্ছা নীটওয়্যার (প্রাঃ) লিঃ।
(৪) কোম্পানী ম্যাটার নং-২৭/১৯৭৮, রোকসানা ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ (অবলুপ্ত)।
(৫) কোম্পানী ম্যাটার নং-৭/১৯৯২, বাংলাদেশ কনজিউমার্স সাপ্লাই কোং লিঃ (অবলুপ্ত)

এসব অবলুপ্ত কোম্পানীর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ অর্থের সরকারী ৫% কমিশন এবং অন্যান্য বাবদ সর্বমোট ৩,৬১,৭৪,১১১.৪৮ (তিন কোটি একষট্টি লক্ষ চুয়াত্তর হাজার এক শত এগার টাকা আটচল্লিশ পয়সা) টাকা সরকারী কোষাগার বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা করা হয়েছে।

● মাননীয় সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানী কোর্টের আদশ অনুযায়ী যে ৩ (তিন) টি কোম্পানীর অবলুপ্তির কার্যক্রম চলমান আছে সেগুলো হলোঃ

(১) কোম্পানী ম্যাটার নং-১০২/২০০৭, সাইজাদ টেক্সটাইলস লিঃ।
(২) কোম্পানী ম্যাটার নং-২০৭/২০১০, অরনেট সার্ভিসেস লিঃ।
(৩) কোম্পানী ম্যাটার নং-২০৯/২০১৪, ঝুমুর সিনেমা হল লিঃ।

মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ এসব কোম্পানীকে অবলুপ্ত ঘোষণা করতঃ অফিসিয়াল রিসিভারকে উক্ত অবলুপ্ত কোম্পানীর অফিসিয়াল লিকুইডেটর নিয়োগ করে উহার কার্যক্রম পরিচালনা করার আদেশ প্রদান করেন। মানানীয় হাইকোর্ট বিভাগের কোম্পানী কোর্টের আদেশ অনুযায়ী সকল প্রকার কার্যক্রম চলমান আছে।

৭. নিবন্ধন পরিদপ্তর

বাংলাদেশ তথা উপমহাদেশে হস্তান্তরিত সম্পত্তির মালিকানা নিরুপিত হয় নিবন্ধীকৃত দলিলের ভিত্তিতে। দেশের নিম্ন আদালত হতে উচ্চতর আদালত পর্যন্ত স্বত্বের বিচারে দলিলকে প্রামাণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দলিল রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম ১৯০৮খ্রিঃ সালের রেজিস্ট্রেশন আইনের বিধিবিধান অনুসরণ করে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অধীন নিবন্ধন পরিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে ৬১টি জেলায় (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত) নিবন্ধন পরিদপ্তরের অধীন ৬১টি জেলা রেজিস্ট্রারের পদ অনুমোদিত আছে। সমগ্র দেশে উপজেলা ভিত্তিক সাব-রেজিস্ট্রী অফিসের জন্য অনুমোদিত সাব-রেজিস্ট্রার পদের সংখ্যা ৪৯৩ টি।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সময়ে ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং এ প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় হ্রাস, রেজিস্ট্রেশন ব্যয় হ্রাস ও সকল প্রকার কর ও ফি একই পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ভূমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে ভূমির মূল্য পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

সাংগঠনিক কাঠামো ঃ-

নিবন্ধন পরিদপ্তর ও এর অধীনস্থ জেলা এবং উপজেলা ভিত্তিক অফিসসমূহে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের পদের সংখ্যাঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম/পদবী	পদ সংখ্যা
১.	মহা-পরিদর্শক,নিবন্ধন	১
২.	সহকারী মহা-পরিদর্শক,নিবন্ধন	১
৩.	পরিদর্শক	৬
৪.	জেলা রেজিস্ট্রার	৬১
৫.	সাব-রেজিস্ট্রার	৪৯৩
৬.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা (আই.জি.আর অফিস)	১
৭.	প্রধান সহকারী (আই.জি.আর অফিস)	১
৮.	সাঁট-লিপিকার (পি.এ টু আই.জি.আর)	১
৯.	প্রধান সহকারী (ডি.আর অফিস)	৬১
১০.	উচ্চমান সহকারী (আই.জি.আর অফিস)	৬
১১.	অফিস সহকারী (আই.জি.আর)	১৪
১২.	অফিস সহকারী (ডি.আর অফিস)	৬১
১৩.	অফিস সহকারী (এস.আর অফিস)	৪৯৩
১৪.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (আই.জি.আর অফিস)	৩
১৫.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (ডি.আর অফিস)	৬১
১৬.	রেকর্ড কীপার	৬১
১৭.	সহকারী রেকর্ড কীপার	৬১
১৮.	ড্রাইভার (আই.জি.আর অফিস)	৩
১৯.	স্থায়ী মোহরার	৯৬৯
২০.	এম.এল.এস.এস. (আই.জি.আর অফিস)	১০
২১.	এম.এল.এস.এস. (ডি.আর অফিস)	৬৯
২২.	এম.এল.এস.এস. (এস.আর অফিস)	৪৭৬
২৩.	এম.এল.এস.এস. (এস.আর অফিস) (আউট সোর্সিং)	১৭
২৪.	নৈশ প্রহরী	৬২
২৫.	ঝাড়ুদার	১৩
	মোট =	৩০০৫

ভৌত অবকাঠামো

নিবন্ধন পরিদপ্তরের নিজস্ব কোন ভবন না থাকায় অক্টোবর/২০০৬ মাস থেকে সলিসিটর উইং এর পরিত্যক্ত ৬ কামরার ১টি টিনশেড ও দোতলা ভবনের ২য় তলায় অপরিসর জায়গায় কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০১৪ সালে বর্তমান নিবন্ধন পরিদপ্তরের প্রাঙ্গণের খালি জায়গায় রেজিস্ট্রি অফিসসমূহের পরিদর্শকগণের বসার জন্য ০৫ কক্ষ বিশিষ্ট একটি টিন শেড ও একটি সভা কক্ষের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন জেলায় জেলা রেজিস্ট্রার এবং সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প

বার্ষিক (২০০৯-২০১৩) উন্নয়ন কর্মসূচির (এ.ডি.পি) আওতায় মোট ১৮টি জেলা রেজিস্ট্রি অফিস ও ৩৩টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিস ভবন নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্প বহির্ভূতভাবে ভোলা জেলায় ২টি ও রংপুর জেলায় ০১টি মোট ০৩টি সাব-রেজিস্ট্রার এর কার্যালয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তির জন্য ১৪টি জেলা রেজিস্ট্রার ও ৮৬টি সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়সহ মোট ১০০(একশ) টি অফিস ভবন নির্মাণের তালিকা যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণে প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে প্রেরিত হয়েছে।

রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান

অর্থ বৎসর	রেজিস্ট্রেশন আয়	স্থানীয় সরকার কর	মোট রাজস্ব আয়	মোট ব্যয়	উদ্বৃত্ত	দলিল সংখ্যা
২০১৩-২০১৪	৩২৬৯,৯৩,৪৭,২৫৭/-	১৪৮০,৪০,১৮,৬৬৩/-	৭৭৫০,৩৩,৬৫,৯২০/-	১৯৭,৮৪,৭৪,৮৮২/-	৭৫৫২,৪৮,৯১,০৩৮/-	৪৫,৬৫,২৫০
২০১৪-২০১৫	৮৭৯২,৮০৬০,২৮২/-	১৯৬০,২৫২৩,৮১৯/-	১০৭৫৩,০৫,৮৪,১০১/-	১৩৩,২৯,১৮,৮০৪/-	১০৬৯১,৭৬,৬৫,২৯৭/-	৩৫,১৯,৫৪২

বালাম বহি ও অন্যান্য রেজিস্টারসমূহ সরবরাহ

দীর্ঘদিন যাবৎ বালাম বহি এবং অন্যান্য রেজিস্টার এর অপ্রতুলতার কারণে নিবন্ধিত দলিলসমূহের বিবরণ সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করে দলিলের মূল কপি দলিল গ্রহিতাকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফেরত প্রদান করা সম্ভব হচ্ছিল না। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিশেষ উদ্যোগ এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ খাতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায়। উক্ত অর্থ ব্যয়ে মোট ১৯৫০০০টি বালাম বহি এবং ১৭৩৭০০টি অন্যান্য রেজিস্টার সরবরাহ করা হয়। এর ফলে দলিল নিবন্ধনের পর দলিলের বিবরণ বালাম বহিতে উঠানোর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করে দলিলের মূল কপি দলিল গ্রহিতাকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফেরত প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে ।

দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি ডিজিটালাইজেশন

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার "রূপকল্প-২০২১" এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে চিত্রকল্প ব্যক্ত করেছেন, তারই ধারাবাহিকতায় দলিল নিবন্ধন পদ্ধতি আধুনিকায়ন ও ডিজিটালাইজেশন করার উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত দু'টি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি ২০১০ সন থেকে কাজ করে চলেছে।

আইনি সংস্কার ও বাস্তবায়ন

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এর আমলে বিগত ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে রেজিস্ট্রেশন আইনসহ এর সাথে সম্পৃক্ত নিম্নবর্ণিত আইনসমূহের সংস্কার, সৃজন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১. মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) বিধিমালা- সংশোধনী-২০১৩।

২. হিন্দু বিবাহ ও নিবন্ধন বিধিমালা-২০১৩।

৩. হিন্দু বিবাহ ও নিবন্ধন বিধিমালা সংশোধনী-২০১৩।

৪. পাওয়ার অব্ এ্যাটর্নী, বিধিমালা-২০১৫

রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়েল হালনাগাদ সংস্করণ

১৯৮৩ সনে রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়েল সংস্করণের পর জনগণের চাহিদা, মূল্যবোধের পরিবর্তন ও সামাজিক বিবর্তনের ধারাবাহিকতার সাথে সঙ্গতি রেখে রেজিস্ট্রেশন আইনসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল আইনকানুন বিধি বিধানে যেসকল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এর সমন্বয়ে নতুন রেজিস্ট্রেশন বিধিমালা সহ বাংলা ও ইংরেজীতে হালনাগাদ রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়েল-২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণিধানযোগ্য যে, গণতান্ত্রিক সরকারের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবারই প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষায় রেজিস্ট্রেশন ম্যানুয়েল প্রকাশিত হয়েছে।

৮. বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়

কমিশনের পটভূমিঃ- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে বিচার বিভাগীয় পদে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাগণের বিষয়ে পৃথক বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বিধান এবং অধঃস্তন আদালত সম্পর্কিত সংবিধানের অন্যান্য বিধান বিশেষতঃ ১১৫ ও ১১৬ অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ কর্তৃক ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে সিভিল আপীল নম্বর ৭৯/১৯৯৯ এ প্রদত্ত রায়ে বর্ণিত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৬ জানুয়ারি, ২০০৭ তারিখে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ জারীর মাধ্যমে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠন করা হয়। ০৮ নভেম্বর, ২০১২ খ্রিঃ তারিখে উক্ত বিধিমালাটির অধিকতর সংশোধনক্রমে কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১০-এ পুনঃনির্ধারণ করা হয়।

কমিশনের দায়িত্ব

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদ অর্থাৎ সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে যাচাই-বাছাই এর নিমিত্ত পরীক্ষা পরিচালনা এবং উপযুক্ত প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করা।

- মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে নিয়োগ বা তদসংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হলে কিংবা কমিশনের দায়িত্ব সংক্রান্ত অন্য যে কোন বিষয় কমিশনের নিকট পাঠানো হলে সে সম্পর্কে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করা।

কমিশন সচিবালয়

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর বিধি ৪ অনুযায়ী কমিশনের একটি নিজস্ব সচিবালয় আছে এবং উক্ত সচিবালয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে গত ১০ জানুয়ারি, ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কমিশন সচিবালয়ের জন্য পৃথক ওয়েবসাইট

বর্তমানে বিশ্ব তথা আমাদের দেশ তথ্য প্রযুক্তিতে অনেকাংশে এগিয়ে গেছে। সেদিক থেকে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের জন্য শক্তিশালী ও অত্যাধুনিক সকল সুবিধাদিসহ একটি পৃথক ওয়েবসাইট থাকা আবশ্যক বিধায় কমিশনের জন্য একটি ওয়েবসাইট, যার ঠিকানা www.jscbd.org.bd খোলা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষাসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি আগ্রহী প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ জানতে পারছেন এবং কমিশনের যাবতীয় তথ্যাদি এর দ্বারা সংরক্ষণ ও প্রচার করা সম্ভব হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটি (www.jscbd.org.bd) আগ্রহী ব্যক্তিদের পরিদর্শনের সুবিধার্থে ব্যবহার বান্ধব (User-friendly) পদ্ধতিতে স্থাপন করা হয়েছে।

লাইব্রেরি

অত্র কমিশনের প্রধান কাজ হচ্ছে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদে সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগদানে মনোনয়ন এবং শিক্ষানবিশ সহকারী জজদের বিভাগীয় পরীক্ষা গ্রহণ করা। উক্তরূপ পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ কমিশনের সদস্যগণ ও কর্মকর্তাগণের জন্য এমনকি বিভাগীয় পরীক্ষার্থীদের পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আইন বইসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বই সম্বলিত একটি অত্যাধুনিক স্বয়ংসম্পূর্ণ লাইব্রেরি অত্র কমিশনের জন্য গড়ে তোলা হয়েছে।

তথ্য প্রদান ইউনিট

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ মোতাবেক অত্র কমিশন ও এর সচিবালয় সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের নিমিত্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কমিশন সচিবালয়ের উপ-সচিব কে কমিশনের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি উক্ত কর্মকর্তার নিকট হতে সংগ্রহের সুযোগ পাচ্ছেন। সে লক্ষ্যে সার্বিক যোগাযোগের জন্য উপ-সচিবের দাপ্তরিক টেলিফোন নম্বরটি (৯৫৬৮৬৪২) কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রদান করা হয়েছে। কমিশনের কার্যাবলী তথা পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী আগ্রহী প্রার্থী তথা জনগণ প্রয়োজন অনুসারে উক্ত তথ্য প্রদান ইউনিটের মাধ্যমে সম্যকভাবে অবহিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের ২০১৩ -২০১৪ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলী

বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন বিধিমালা, ২০০৭-এর বিধি ৫(ক) অনুসারে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রবেশ পদ অর্থাৎ সহকারী জজ পদে নিয়োগ দানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে মনোনয়নের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা পরিচালনা করা এবং পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপযুক্ত প্রার্থীদের নাম সুপারিশ করা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব।

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কমিশন কর্তৃক সহকারী জজ পদে নিয়োগদানের জন্য গৃহীত প্রিলিমিনারী ও লিখিত পরীক্ষাঃ

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষা অনুষ্ঠানের তারিখ	মোট প্রার্থী
৮ম বিজেএস প্রিলিমিনারী পরীক্ষা, ২০১৩	২৩/০৮/২০১৩ খ্রিঃ	৩২৩৪
৮ম বিজেএস লিখিত পরীক্ষা, ২০১৩	০৮/১১/২০১৩ হতে ০৬/১২/২০১৩ খ্রিঃ	৩৮৪

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কমিশন কর্তৃক পরিচালিত বিভাগীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ও উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সংখ্যা ঃ

পরীক্ষার নাম	পরীক্ষা অনুষ্ঠানের তারিখ	অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা
২য় অর্ধ-বার্ষিকী বিভাগীয় পরীক্ষা, ২০১৩	২৩/০২/২০১৪ খ্রিঃ ও ২৪/০২/২০১৪ খ্রিঃ	৪৪০	৩৫১

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে কমিশন সচিবালয়ের নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ প্রদান করা হয় ঃ

পদের নাম	নিয়োগকৃত প্রার্থীর সংখ্যা
সহকারী লাইব্রেরীয়ান	০১
কম্পিউটার অপারেটর	০৩
শাখা সহকারী	০৩
স্টোর কিপার	০১
ক্যাশিয়ার	০১
অফিস সহকারী কাম-ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০১
এম.এল.এস.এস	০২
গাড়ী চালক	০১

শিক্ষা সফর

২০১৩ -২০১৪ অর্থ বছরে কমিশনের দায়িত্বে থাকা বিভিন্ন চেয়ারম্যান মহোদয়ের নেতৃত্বে সর্বমোট ০৫টি প্রতিনিধিদল চীন, হংকং, ভারতের দিল্লী, যুক্তরাজ্য ও স্কটল্যান্ডের জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের কার্যক্রম ও কর্মকৌশল অবলোকনের জন্য শিক্ষা সফরে গমন করেন। প্রতিনিধি দল উল্লেখিত দেশসমূহের বিচারক নিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম সরাসরি অবলোকন ও পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছেন। ফলে কমিশনের প্রতিনিধিদলসমুহ উক্ত ৪টি দেশের বিচারক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা ও ধারণা নিয়ে এসেছেন যা কমিশনের ভবিষ্যৎ কার্যপদ্ধতিতে ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়ের সম্পাদিত কার্যাবলী

(১) ৮ম বিজেএস পরীক্ষা, ২০১৩ এর যাবতীয় কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করে বিধিমালা অনুযায়ী কোটা সংরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ৫৩ জন উপযুক্ত প্রার্থীকে সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য বাছাই করে বাছাইকৃত প্রার্থীদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়। কমিশন পরিচালিত বাছাই কার্যক্রম সম্পন্নপূর্বক উল্লেখিত ৫৩ জন ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদনসহ মনোনয়ন তালিকা ও নিয়োগের সুপারিশসহ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগে প্রেরণ করা হয়। অতঃপর পুলিশ ভেরিফিকেশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে সম্পন্নপূর্বক আইন মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ৫২ জন-কে সহকারী জজ/জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ প্রদান করেছে এবং ০১ জনের নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

(২) আইন ও বিচার বিভাগের চাহিদাপত্র অনুসারে সহকারী জজ এর ১০০টি শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করার নিমিত্তে ৯ম বিজেএস পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

(৩) আইন ও বিচার বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী ১১৫ জন সহকারী জজ পদে নিয়োগের জন্য বিজেএস পরীক্ষার বর্তমান সিলেবাস সংশোধন সাপেক্ষে ১০ম বিজেএস পরীক্ষার কার্যক্রম শুরু করা হবে মর্মে কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

(৪) শিক্ষানবিস সহকারী জজগণের ২০১৫ সালের ১ম অর্ধ-বার্ষিক বিভাগীয় পরীক্ষা গত ২৯ ও ৩০ জুলাই/২০১৫খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(৫) বিজেএস পরীক্ষা সামগ্রিকভাবে অধিকতর যুগোপযোগী, বাস্তবমুখী ও আধুনিক করার প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে কমিশনের E-Recruitment System এবং E-Library Management System বাস্তবায়ন নিমিত্ত UNDP এর JSF প্রকল্পের আওতায় ৭০,৯৫০ ইউএস ডলারের একটি সীড ফান্ড প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত সীড ফান্ডের সহায়তায় বিজেএস পরীক্ষা পদ্ধতিতে Online Application System এবং E-library Management System চালু করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত সীড ফান্ডের মাধ্যমেই Online Application System এবং Library Management System কার্যকর করার লক্ষ্যে একজন IT Team Leader নিয়োগ দেয়া হলে তিনি এ বিষয়ে তার রিপোর্ট দাখিল করেছেন। তদনুযায়ী Vendor Selection-এর জন্য বিধি মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। JSF প্রকল্পের Seed Fund-এর আওতায় ইতোমধ্যে ৬টি ল্যাপটপ, ৫টি ডেস্কটপ ও

১টি উন্নতমানের প্রিন্টার ক্রয় করা হয়েছে। উক্তরূপে Online Application System ও Library Management System চালু করা সম্ভব হলে বিদ্যমান ব্যবস্থায় বহুমাত্রিক উন্নতি হবে। দেশে ও বিদেশে অবস্থানরত মেধাবী প্রার্থীগণ অধিক হারে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে এবং কমিশনের লাইব্রেরির যুগোপযোগী ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

(৬) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন ভবনের ৮ম তলাস্থ ভাইভা সেন্টারটি ভাইভা কাম আরবিট্রেশন সেন্টারে রূপান্তর করা হয়েছে। ফলে ভাইভা পরবর্তী সময়ে উক্ত কক্ষটি আরবিট্রেশন কার্যক্রমের জন্য ভাড়া দেয়া হয়। প্রতি ৩ ঘন্টার জন্য আরবিট্রেশন সেন্টারটি ৫,০০০/-টাকা ভাড়া প্রদান করা হয় এবং ভাড়ার টাকা সরকারের সংশিষ্ট খাতে যথারীতি জমা প্রদান করা হচ্ছে। এতে সরকারের রাজস্ব খাতে আয় বাড়ছে। উল্লেখ্য শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৩,২৩,৫০০/- (তিন লক্ষ তেইশ হাজার পাঁচশত) টাকা ভাড়া হিসেবে আদায় করা হয়েছে যা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সৃজিত অর্থনৈতিক কোড "২১১১ ভাড়া আবাসিক" এ জমা প্রদান করা হয়েছে।

(৭) কমিশন সচিবালয়ের জন্য একটি OMR মেশিন ক্রয়ের লক্ষ্যে টিওএন্ডই'তে অর্ন্তভূক্ত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। উক্ত মেশিন ক্রয় করা সম্ভব হলে বিজেএস পরীক্ষার ফলাফল এককভাবে কমিশন সচিবালয় দ্বারা প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

(৮) কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মুদ্রণ কার্যের সম্পূর্ণ গোপনীয়তা নিশ্চিত করা ও পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতিকাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করাসহ লিফট সচল রাখার স্বার্থে কমিশন সচিবালয়ে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত রাখতে লোডশেডিং এর সময় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কমিশন সচিবালয়ের জন্য ২৮.৫৫ লক্ষ টাকার বাজেটের আওতায় একটি জেনারেটর ক্রয় করে স্থাপন করা হয়েছে।

(৯) কমিশন সচিবালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে একটি নতুন মাইক্রোবাস ৩৮.২৯ লক্ষ টাকায় ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত মাইক্রোবাসের জন্য গাড়ীচালকের ০১টি পদ সৃজনের জন্য বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

৯. বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি বিধিবদ্ধ সরকারী প্রতিষ্ঠান। এই ইনস্টিটিউট বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সরকারী কৌশলীদের পেশাগত মানোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অধিকন্তু, ইনস্টিটিউট-কে আরো আধুনিক ও যুগোপযোগি করার লক্ষ্যে কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে এই ইনস্টিটিউটের গৃহীত কার্যক্রম ও অর্জিত সাফল্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলোঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীদের পদবী	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			তারিখ	মোট সেশন সংখ্যা
			পুরুষ	মহিলা	মোট		
১	২৭তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	সহকারী জজ	২৪	১১	৩৫	১৩/৮/২০১৩ইং হইতে ১০/১০/২০১৩ ইং	২৬৪
২	২৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	সহকারী জজ	২৪	৮	৩২	১৭/১১/২০১৩ ইং হইতে ১৫/০১/২০১৪ ইং	২৫৯
৩	১২০তম রিফ্রেশার কোর্স	অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	৩২	৭	৩৯	২৫/০১/২০১৪ ইং হইতে ০৪/০২/২০১৪ ইং	৬০
৪	১২১তম রিফ্রেশার কোর্স	যুগ্ম-জেলা ও দায়রা জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	৩০	৬	৩৬	১৯/০২/২০১৪ ইং হইতে ০৫/০৩/২০১৪ ইং	৮৫
৫	১২২তম রিফ্রেশার কোর্স	যুগ্ম-জেলা ও দায়রা জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	২৫	৯	৩৪	২৩/০৩/২০১৪ ইং হইতে ০৬/০৪/২০১৪ ইং	৫৯
৬	২৯তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	সহকারী জজ	৩০	১০	৪০	২৭/০৪/২০১৪ ইং হইতে ২৫/০৬/২০১৪ ইং	২৬৩
৭	Judicial Mediation Skills Training for Active Judges	সিনিয়র সহকারী জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	২৪	৬	৩০	৩১/০৫/২০১৪ ইং হইতে ০২/০৬/২০১৪ ইং	
সর্বমোট ৭টি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ২৪৬ জন							

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীদের পদবী	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			তারিখ	মোট সেশন সংখ্যা
			পুরুষ	মহিলা	মোট		
১	১২৩তম রিফ্রেশার কোর্স	বিশেষ জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	৩৩	৪	৩৭	০৭/০৯/২০১৪ খ্রিঃ হইতে ১১/০৯/২০১৪ খ্রিঃ	৩০
২	১২৪তম রিফ্রেশার কোর্স	যুগ্ম-জেলা ও দায়রা জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	১৯	১২	৩১	১৪/০৯/২০১৪ খ্রিঃ হইতে ২৫/০৯/২০১৪ খ্রিঃ	৭৩
৩	৩০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	সহকারী জজ	২৩	৯	৩২	২৬/১০/২০১৪ খ্রিঃ হইতে ২৫/১২/২০১৪	২৭৭
৪	১২৫তম রিফ্রেশার কোর্স	অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	৩৪	২	৩৬	০৬/০১/২০১৫ খ্রিঃ হইতে ১৫/০১/২০১৫ খ্রিঃ	৫৪

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীদের পদবী	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			তারিখ	মোট সেশন সংখ্যা
			পুরুষ	মহিলা	মোট		
৫	৩১তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	সহকারী জজ	২৭	১৬	৪৩	২৯/০১/২০১৫ খ্রিঃ হইতে ৩১/০৩/২০১৫ খ্রিঃ	৩০৪
৬	১২৬তম রিফ্রেশার কোর্স	সিনিয়র সহকারী জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	২৪	৭	৩১	১২/০৪/২০১৫ খ্রিঃ হইতে ০২/০৫/২০১৫ খ্রিঃ	১০৮
৭	১৮তম বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ কোর্স	জেলা ও দায়রা জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	৩২	৬	৩৮	১০/০৫/২০১৫ খ্রিঃ হইতে ১৬/০৫/২০১৫ খ্রিঃ	৩৫
৮	১৬তম বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স	সরকারি উকিল (জিপি) ও সরকারি কৌঁসুলী (পিপি)	৩৫	১	৩৬	০৮/০৬/২০১৫ খ্রিঃ হইতে ১৪/০৬/২০১৫ খ্রিঃ	৩৮
সর্বমোট ৮ টি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ২৮৪ জন							

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে পরিচালিত বিভিন্ন ওয়ার্কশপ/সেমিনারসমূহ

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীদের পদবী	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			তারিখ
			পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য হিউম্যান রাইটস ট্রেনিং	সিনিয়র সহকারী জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	২০	৯	২৯	০১/০৯/২০১৪ খ্রিঃ হইতে ০২/০৯/২০১৪ খ্রিঃ
২	বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য হিউম্যান রাইটস ট্রেনিং	যুগ্ম জেলা জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	২৯	-	২৯	০৩/০৯/২০১৪ খ্রিঃ হইতে ০৪/০৯/২০১৪ খ্রিঃ
৩	প্রবেশন বিষয়ক কর্মশালা	অতিরিক্ত দায়রা জজ (বিচারক, শিশু আদালত)	২৬	৩	২৯	০৬/০৯/২০১৪ খ্রিঃ
৪	কেস ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং কোর্স	সহকারী জজ/সিনিয়র সহকারী জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	১৭	২	১৯	১৬/০৯/২০১৪ খ্রিঃ হইতে ১৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ
৫	মেডিয়েসন প্রাকটিসনার ট্রেনিং	সিনিয়র সহকারী জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	২৩	৬	২৯	১৫/১০/২০১৪ খ্রিঃ হইতে ১৬/১০/২০১৪ খ্রিঃ
৬	জুডিসিয়াল মেডিয়েসন স্কিল ট্রেনিং	যুগ্ম জেলা জজ/ সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	২৩	৬	২৯	১৮/১০/২০১৪ খ্রিঃ হইতে ২০/১০/২০১৪ খ্রিঃ
৭	প্রবেশন বিষয়ক কর্মশালা	অতিরিক্ত দায়রা জজ (বিচারক, শিশু আদালত)	৩৫	৩	৩৮	১৪/০৩/২০১৫ খ্রিঃ
৮	কোর্ট এডমিনিসট্রেশন এন্ড কেস ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং	অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ/ যুগ্ম জেলা জজ/সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা	২১	৩	২৪	২৩/০৩/২০১৫ খ্রিঃ হইতে ২৫/০৩/২০১৫ খ্রিঃ

ভবন উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ

বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনের ১০ম তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নকশা প্রণয়নক্রমে তা ইনস্টিটিউটের নিকট সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ১৩/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা-র নিকট ইনস্টিটিউট হতে পত্র লেখা হলে স্থাপত্য অধিদপ্তর এই ইনস্টিটিউটের চাহিদার আলোকে একটি নকশা প্রণয়ন করে গত ২৬/০১/২০১৫খ্রিঃ তারিখে ইনস্টিটিউট বরাবরে প্রেরণ করে। উক্ত নকশার আলোকে প্রাক্কলন তৈরী করে তা ইনস্টিটিউট-কে অবহিত করার জন্য ইতোমধ্যে প্রধান স্থপতি বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

JATI Complex সম্প্রসারণের জন্য পদক্ষেপ

ইনস্টিটিউট ভবনটি বর্তমানে ০.৬৯ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভবনটিতে বর্তমানে আইন কমিশন ও বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের কার্যালয় স্থাপিত হওয়ায় ভবনে জায়গার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশী বৃদ্ধি পাওয়ায় আবাসিক সংকটের কারণে ইনস্টিটিউটে এক সাথে একটির বেশী কোর্স পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে অনেকেরই প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও প্রশিক্ষণ বঞ্চিত হচ্ছেন। এ অবস্থা বিবেচনা করে ইনস্টিটিউটের ২৬ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইনস্টিটিউটের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত থানা ও মৌজা-রমনা, সি.এস. ও আর.এস. খতিয়ান নং-১, সি.এস. দাগ নং ১০৮, আর.এস.দাগ নং-১২৬৯, সিটি জরিপ হাল দাগ নং-৪৮২০ (জমির পরিমাণ ১.০০ একর) এবং দাগ নং-৪৮২১ (জমির পরিমাণ ০.৩১৮০ একর) সরকারি জায়গা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে বরাদ্দ পাওয়ার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন

বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের একমাত্র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বিধায় এই ইনস্টিটিউট সরকারের Key Point Installation (KPI) হিসাবে বিবেচিত। বিভিন্ন সময়ে অনেক চাঞ্চল্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় প্রদানকারী বিচারকগণ এখানে অনুষদ সদস্য, প্রশিক্ষক বা প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে আগমনসহ ডরমিটরিতে অবস্থান করে থাকেন। তাদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইনস্টিটিউটে UNDP-এর Justice Sector Facility (JSF) Project এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ভবনের বিভিন্ন অংশে ১৬টি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে MoU স্বাক্ষর ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ

প্রশিক্ষণকে মান সম্পন্ন ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে গত অর্থ বছরে UNDP-এর অর্থায়নে পরিচালিত Justice Sector Facility (JSF) এবং Judicial Strengthening (JUST) Project-এর সাথে অত্র ইনস্টিটিউটের দুটি পৃথক MoU স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত MoU এর আওতায় ইনস্টিটিউট Justice Sector Facility (JSF) Project হতে আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রীর অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রকার ICT Equipment লাভ করে। এছাড়াও একই প্রকল্পের আওতায় ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০টি পৃথক মডিউল প্রস্তুত করার জন্য একজন কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা হয়েছে অধিকন্তু, UNDP-এর অর্থায়নে অত্র

প্রতিষ্ঠানের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদী একটি স্ট্যাটেজিক প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। ইনস্টিটিউট JUST Project-এর আওতায় গত ১৬/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৮/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২০ জন সহকারী জজ/সিনিয়র সহকারী জজ/সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য Case Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। এছাড়াও USAID এর Justice for All Program শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গত ২৩-২৫ মার্চ, ২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত Court Administration and Case Management ও Training of Trainers-শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে ২৪ জন যুগ্ম জেলা জজ ও অতিরিক্ত জেলা জজ/সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন। Chief Justice Torres of the Guam Supreme Court এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের National Centre for State Courts এর ভাইস প্রেসিডেন্ট Mr. Daniel Hall উক্ত কোর্সের রিসোর্স পারসন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত কোর্সটি সফলতার সাথে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে USAID-এর পক্ষ হতে ইনস্টিটিউটকে অনুদান হিসাবে স্ক্রীনসহ একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর প্রদান করা হয়।

ওয়েবসাইট তৈরী এবং ই-লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা

UNDP-এর অর্থায়নে পরিচালিত Justice Sector Facility (JSF) প্রকল্পের আওতায় ইনস্টিটিউট তার নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.jati.org.bd) তৈরী করেছে। এছাড়াও একই প্রকল্পের আওতায় ইনস্টিটিউট ই-লাইব্রেরী স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। বর্তমানে এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১০. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা

"জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা আইন" বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এ সংস্থার মূল কাজ হলো আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা। কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ছাড়াও প্রতিটি জেলায় জেলা ও দায়রা জজ-কে চেয়ারম্যান করে জেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি এবং প্রতিটি ইউনিয়নে ইউনিয়ন আইনগত সহায়তা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সরকারি আইনি সেবাসমূহ

- আইনগত পরামর্শ প্রদান
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি প্রয়োগ
- বিনামূল্যে ওকালতনামা সরবরাহ
- মামলা পরিচালনার জন্য আইনজীবী নিয়োগ
- আইনজীবীর ফি পরিশোধ
- মধ্যস্থতাকারী বা সালিশকারীর সম্মানী পরিশোধ

- বিনামূল্যে রায় কিংবা আদেশের অনুলিপি সরবরাহ
- ডিএনএ টেস্টের যাবতীয় ব্যয় পরিশোধ
- ফৌজদারী মামলায় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যয় পরিশোধ
- মামলার সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক সকল ব্যয় পরিশোধ

আইন ও নীতিমালা সংশোধন

সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমকে আরো কার্যকর, গতিশীল ও পরিববান্ধব করার লক্ষ্যে সরকারি আইন সহায়তা সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও নীতিমালায় সংশোধনী আনা হয়েছে। আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ পাসের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট, শ্রম আদালত ও চৌকি আদালতে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠনের বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছে। একই সংশোধনীর মাধ্যমে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারকে এডিআর বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলা বা বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা ও আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা সংশোধন করে সরকারি আইনগত সহায়তা কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর ও গতিশীল করা হয়েছে।

আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ প্রর্বতনের পরবর্তী সময়ে প্রণয়নকৃত নীতিমালা, বিধিমালা ও প্রবিধানমালা

- জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা (উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটি গঠন, দায়িত্ব কার্যাবলী ইত্যাদি) প্রবিধানমালা, ২০১১ প্রণয়ন।
- জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (সুপ্রীম কোর্ট কমিটি গঠন ও কার্যাবলী) প্রণয়ন।
- আইনগত সহায়তা প্রদান নীতিমালা, ২০১৪ প্রণয়ন।
- আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) বিধিমালা ২০১৫ প্রণয়ন।
- আইনগত সহায়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০১৫ প্রণয়ন।

আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি'র কেন্দ্রস্থল

আপোষযোগ্য বিরোধ ও মামলাসমূহ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি অবলম্বন করে দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে গত ৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখে আইনগত সহায়তা প্রদান (আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি) বিধিমালা, ২০১৫ প্রবর্তন করা হয়। জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার আওতায় প্রতিষ্ঠিত জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার (সিনিয়র সহকারী জজ) আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০ এবং আইনি পরামর্শ ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বিধির আওতায় আপোষযোগ্য বিরোধ ও মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করেন। ইতিমধ্যে ১৭টি জেলায় পূর্ণকালীন জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার ১১,৯০৭ জনকে আইনি পরামর্শ প্রদান করেছেন এবং ১৭ জন পূর্ণকালীণ ও ভারপ্রাপ্তসহ মোট ২১ টি জেলার জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারগণ ৩০৭ টি বিরোধ বিকল্প পদ্ধতিতে মীমাংসার (এডিআর) উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং ২৫৬ টি বিরোধ নিষ্পত্তি করার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষদের ৩৭,৮৭,৮০০/- (সাইত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার আটশত) টাকা আদায় করে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

প্যানেল আইনজীবীর ফি বৃদ্ধি

দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবীগণকে সরকারি আইন সহায়তার আওতায় মামলা পরিচালনায় আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে আইনগত সহায়তা প্রবিধানমালা, ২০১৫ জারী করার মাধ্যমে আইনজীবীগণের ফি এর হার বহুলাংশে বর্ধিত করা হয়েছে। আইনজীবীগণের ফি এর হার বৃদ্ধির ফলে প্যানেল আইনজীবীগণের মধ্যে ব্যাপক কর্মোদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।

স্থায়ী জেলা লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপন

সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমকে আরো কার্যকর, গতিশীল ও সেবাবান্ধব করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ৬৪টি জেলায় স্থায়ীভাবে জেলা লিগ্যাল এইড অফিস স্থাপন করেছে। ১ জন সিনিয়র সহকারী জজ পদমর্যাদার কর্মকর্তাসহ প্রত্যেক জেলায় ৩ জন করে ৬৪ টি জেলার জন্য মোট ১৯২ টি পদ সৃজন করা হয়েছে। জেলা লিগ্যাল অফিসের জন্য জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামাদি বরাদ্দ করা হয়েছে।

হটলাইন সার্ভিস চালু

লিগ্যাল এইড বিষয়ে তথ্য সরবরাহের জন্য সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে ইউএনডিপি'র জাস্টিস সেক্টর ফ্যাসিলিটি প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণফোনের ৩ টি নম্বর সম্বলিত হটলাইন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। নম্বরগুলো হচ্ছে ০১৭৬১-২২২২২২, ০১৭৬১-২২২২২৩, ০১৭৬১-২২২২২৪। হটলাইন সার্ভিসের আওতায় দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো ব্যক্তি হটলাইন নম্বরে ফোন করে নিজ নিজ এলাকার লিগ্যাল এইড অফিসের ফোন নম্বর ও ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারেন। এছাড়া, হটলাইন সার্ভিসের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রাথমিক আইনি পরামর্শ ও তথ্যসেবা প্রদান করা হয়। ২০১২- ২০১৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১৪৪১৮ জনকে হটলাইনের মাধ্যমে আইনি তথ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

ওয়েবসাইট তৈরি

সংস্থার কার্যক্রম ও পরিচিতি সমৃদ্ধ একটি ওয়েবসাইট তৈরী করে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। আইনগত সহায়তার আবেদন ফরম, অন্যান্য ফরম ও রেজিস্টার, ৬৪ টি জেলার লিগ্যাল এইড অফিসের ফোন নম্বর এবং আইনি সহায়তা পাওয়ার বিভিন্ন নিয়ম-কানুন ওয়েবসাইটে বিস্তারিত ভাবে পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইটটির ঠিকানা ঃ www.nlaso.gov.bd

শ্রমিক আইন সহায়তা সেল চালু

জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস, ২০১৩ এর অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর ঘোষণার প্রেক্ষিতে শ্রমিকদের আইনগত সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে ঢাকার শ্রম ভবনে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল চালু করা হয়। এই সেলের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে আইনি সেবা প্রদান করা হয়। এই সেলের মাধ্যমে দরিদ্র অসহায় শ্রমিক ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১৭,৫৮,৪৮৬/- টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে এবং ২৬ জন শ্রমিক চাকুরীতে পুর্নবহাল হয়েছে।

চট্টগ্রামে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপন

- সুবিধাবঞ্চিত নারী ও গার্মেন্টস কর্মীদের মজুরী, নিরাপত্তা ও চাকুরীর অধিকার সংক্রান্ত বিরোধগুলো নিষ্পন্ন করতে চট্টগ্রামস্থ শ্রম আদালতে ১৮/১০/২০১৫ তারিখে শ্রমিক আইন সহায়তা সেল স্থাপন করা হয়।
- **"সরকারী আইনি সেবার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণঃ** আইন ও বিচার বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা "সরকারী আইনি সেবার মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে, যার বাস্তবায়ন কাল জুলাই, ২০১৫ হতে জুলাই, ২০১৬ পর্যন্ত। এই প্রকল্পের অধীন জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন করবে :

১. সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আইনগত সেবার বিষয়ে 'পারফরম্যান্স এপ্রাইজাল' সম্পাদন করা;
২. জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরী করা;
৩. আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদানের জন্য একটি ন্যাশনাল হেল্পলাইন চালু করা;
৪. মামলাজট দূরীকরণে বিকল্প বিরোধ ও মেডিয়েশন পদ্ধতিতে জেলা লিগ্যাল এইড অফিসকে মডেল হিসেবে উন্নীত করা;
৫. সরকারের পক্ষ হতে আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

নতুন ০৫ টি পাইলট জেলা নির্বাচন

দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির জন্য পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর আইনি সেবা নিশ্চিতকল্পে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা ইউএসআইডি'র জাস্টিস ফর অল প্রোগাম এর আওতায় আরো নতুন ০৫ টি পাইলট জেলা মৌলভী বাজার, পাবনা, মুন্সীগঞ্জ, কক্সবাজার ও যশোর নির্বাচনক্রমে সরকারি আইনি সেবার মানোন্নয়নে কার্যক্রম শুরু করেছে।

লিগ্যাল এইড অফিস স্টাফদের ট্রেনিং

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসের কার্যক্রম আরো সুশৃংখল, কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার উদ্যোগে USAID এর Justice For All (JFA) কর্মসূচীর সহায়তায় জেলা লিগ্যাল অফিসসমূহে নিয়োগপ্রাপ্ত ২৪ জন অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিকগণকে কম্পিউটার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

তথ্য ও পরিসংখ্যানে সরকারি আইনি সেবা

(ক) ৬৪টি জেলা কমিটির মাধ্যমে আইন সহায়তা প্রাপকের সংখ্যা

সাল	আইন সহায়তা প্রাপকের সংখ্যা			
	নারী	পুরুষ	শিশু	মোট
২০১৩	১০৪৪৮ জন	৯০১৬ জন	২৯ জন	১৯৪৯৩ জন
২০১৪	১৪৪৬৭ জন	১০৭৯৩ জন	২৩ জন	২৫২৮৩ জন
২০১৫ [illegible]	১৪১২০ জন	১১২৯৪ জন	৪১ জন	২৫৪৫৫ জন

(খ) ৬৪টি জেলা কমিটির মাধ্যমে কারাগারে আটককৃত আইনগত সহায়তা প্রাপকের সংখ্যা

সাল	সংখ্যা
২০১৩	৬২৪৬ জন
২০১৪	৬৭৭৪ জন
২০১৫ অক্টোবর পর্যন্ত	৭০৩৮ জন

(গ) আইনগত সহায়তা প্রাপ্ত নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা

সাল	দেওয়ানী	ফৌজদারী	মোট
২০১৩	২০০১ টি	৩৬৩০ টি	৫৬৩১ টি
২০১৪	৪১০০ টি	৬৫৭৪ টি	১০৬৭৪ টি
২০১৫ অক্টোবর পর্যন্ত	৩৩৪০ টি	৬৫০৬ টি	৯৮৪৬ টি

(ঘ) জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত আইনগত পরামর্শ গ্রহীতার পরিসংখ্যান

সাল	পরামর্শ গ্রহীতার সংখ্যা			পরামর্শের বিষয়বস্তু
	নারী	পুরুষ	মোট	মোহরানা-খোরপোষ, নাবালকের অভিভাবকত্ব, বিবাহ-বিচ্ছেদ, পারিবারিক কলহ, নারী ও শিশু নির্যাতন, নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা, অপহরণ, ধর্ষণ, ভূমি বিরোধ, দলিল জালিয়াতি, ভুল রেকর্ড সংশোধন
২০১৪	৬২৪৯	৪৪৫২	১০,৭০১	
২০১৫ অক্টোবর পর্যন্ত	৭৬৩	৪৪৩	১২০৬	

(ঙ) জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার কর্তৃক পরিচালিত মীমাংসা/মধ্যস্থতার পরিসংখ্যান

সাল	আদালত/ট্রাইব্যুনাল হতে প্রেরিত মামলার সংখ্যা	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত উদ্যোগের সংখ্যা	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা/ বিরোধের সংখ্যা	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা/বিরোধে উপকারভোগীর সংখ্যা	এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত মামলা/বিরোধে আদায়কৃত অর্থের মোট পরিমাণ
২০১৪	৪৮	২৯০	১৬৮	৪৬৮	৪৫,৯৮,০০০/-

চ) সুপ্রীম কোর্টে নিষ্পত্তিকৃত জেল আপীল মামলার সংখ্যা

অর্থ বছর	নিষ্পত্তিকৃত জেল আপীল মামলার সংখ্যা
২০১৩-২০১৪	২৬৭ টি
২০১৪-২০১৫	২১৬ টি

(ছ) হটলাইনের মাধ্যমে আইনগত তথ্য সেবা গ্রহণের পরিসংখ্যান

সময়কাল	আইনগত তথ্য সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা		
	নারী	পুরুষ	মোট
২০১৩	২২৫৬ জন	১৮২৪ জন	৪০৮০ জন
২০১৪	২৫১৮ জন	১৫৫৫ জন	৪০৭৩ জন
২০১৫ অক্টোবর পর্যন্ত	২৩৭৭ জন	১৪১৬ জন	৩৭৯৩ জন

(জ) শ্রমিক আইন সহায়তা সেলের মাধ্যমে আইনি সেবা গ্রহীতার পরিসংখ্যান
২০১৩ - ২০১৫ সাল

আইনি সেবার ধরণ	সেবা গ্রহীতার সংখ্যা						
	২০১৩ সাল		২০১৪ সাল		২০১৫ অক্টোবর পর্যন্ত		মোট
	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	
মৌখিক পরামর্শ প্রদান	১৮	১০০	১৭	১৭৫	৩২	১২৩	৪৬৫ জন
অনুযোগপত্র/নোটিশ ইস্যু	২৩	৪৩	২২	১৬৪	৪৪	১৯৮	৪৯৪ জন
নোটিশের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি	০২	১২	৬	৫৩	০১	১০	৮৪ জন
হটলাইনের মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রদান	১১০	৫০৯	২০০	৬০২	৩৮	১৫৯	১৬৪৮ জন
শ্রম আদালতে মামলা দায়ের	০৯	১৭	০৯	১০৫	১৮	৫৭	২১৫ জন
মামলা নিস্পত্তি	০০	০১	০৪	০৩	০০	০৮	১৬ জন
							২২৯২২ জন
ক্ষতিপূরণ আদায়	পুরুষ				১৩,৭৮,৯৮৬ টাকা		অক্টো: '১৫ পর্যন্ত
	মহিলা				৩,৭৯,৫০০ টাকা		
চাকুরীতে পুনর্বহাল	২৬ জন শ্রমিক				---		২৬ জন শ্রমিক
সাময়িক বরখাস্ত আদেশ বাতিল	১০ জন শ্রমিক				----		১০ জন শ্রমিক

১১. অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস

২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে কর্মরত সরকারি আইন কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগে সরকারের পক্ষে-বিপক্ষে দায়েরকৃত গুরুত্বপূর্ণ মামলাসহ বিপুল সংখ্যক মামলা নিস্পত্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ে কর্মরত অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ও সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল সরকারের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আইনগত মতামত এবং যে কোন গুরুত্বপূর্ণ আইন তৈরির প্রাক্কালে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করে থাকেন। তাছাড়া বিডিআর হত্যাকাণ্ড মামলা, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আপিল মামলা, বিচারপতিদের অপসারণ বিষয়ক ষোড়শ সংশোধনী মামলা (চলমান), সুচিত্রা সেন এর পাবনাস্থ বাড়ি উদ্ধার মামলাসহ অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ মামলায় সরকার পক্ষে উচ্চ আদালতে মামলা পরিচালনা করা হয়।

অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	সংখ্যা
১	অ্যাটর্নি জেনারেল	১
২	অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল	২
৩	ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল	৪৭
৪	সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল	৯৫
৫	একান্ত সচিব	৪
	মোট =	১৪৯

অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	সংখ্যা
৬	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১
৭	লাইব্রেরীয়ান	১
	মোট =	২
৮	হিসাব রক্ষক	১
৯	ক্যাশিয়ার	১
১০	সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর	৩০
১১	উচ্চমান সহকারী	৫
১২	অফিস সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক	২৭
১৩	লাইব্রেরী সহকারী	২
১৪	গাড়ীচালক	৪
	মোট =	৭০
১৫	অফিস সহায়ক	১১৭
১৬	ফরাশ	১
১৭	দারোয়ান	৪
১৮	ঝাড়ুদার	৩
	মোট =	১২৫
	সর্বমোট (১৪৯+২+৭০+১২৫) =	৩৪৬

১২. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা

The International Crimes (Tribunals) Act, 1973 (Act No. XIX of 1973) এর ৬ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার গত ২৫/০৩/২০১০ ইং তারিখে একজন চেয়ারম্যান ও দুইজন সদস্যের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীতে ২২/০৩/২০১২ ইং তারিখে আরও একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। সরকার অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশের মাধ্যমে গত ১৫/০৯/২০১৫ ইং তারিখে মাননীয় বিচারপতি জনাব আনোয়ারুল হক-কে চেয়ারম্যান এবং মাননীয় বিচারপতি জনাব মোঃ শাহিনুর ইসলাম ও মাননীয় বিচারপতি জনাব মো: সোহরাওয়ারদী-কে সদস্য নিয়োগ করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ পুনর্গঠণ করেছেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ বর্তমানে অগঠিত অবস্থায় রয়েছে।

রেজিস্ট্রার দপ্তর

সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী উভয় ট্রাইব্যুনালের জন্য একজন রেজিস্ট্রার, দুইজন ডেপুটি রেজিস্ট্রার এবং তিনজন সিনিয়র আইন গবেষণা কর্মকর্তার পদ রয়েছে। উক্ত কর্মকর্তাগণ সকলেই অধস্তন আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা। তারা প্রেষণে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিয়োগপ্রাপ্ত।

সহায়ক কর্মচারী

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নিয়োগবিধি অনুযায়ী বছর বছর সংরক্ষণের শর্তে সৃজিত মোট ৮৩ টি পদের মধ্যে ৫৩ টি পদে সরাসরি নিয়োগ প্রদানের ছাড়পত্র পাওয়ায় ইতোমধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে মোট ৪৫ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

প্রসিকিউশন

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে একজন চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ২৪ জন প্রসিকিউটর মামলা পরিচালনা করেন। চীফ প্রসিকিউটরসহ মোট ০৪ জন অ্যাটর্নী জেনারেল, ১২ জন অতিরিক্ত অ্যাটর্নী জেনারেল, ০১ জন ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল এবং ০৭ জন সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল সমমর্যাদা সম্পন্ন।

তদন্ত সংস্থা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালে আনুষ্ঠানিক চার্জ দাখিলের পূর্বে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলাসমূহ তদন্তের জন্য একজন কো-অর্ডিনেটর এবং একজন কো-কো-অর্ডিনেটরসহ মোট ২২ জন তদন্তকারী কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত একটি তদন্ত সংস্থা রয়েছে। তদন্ত সংস্থার দুইজন পুলিশ মহাপরিদর্শকের পদমর্যাদা সম্পন্ন, একজন অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক সমমর্যাদা সম্পন্ন, একজন উপমহাপরিদর্শক, দুইজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, আটজন সহকারী পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং আটজন পুলিশ পরিদর্শকের সমমর্যাদা সম্পন্ন।

অবকাঠামো ও নিরাপত্তা

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারকার্যক্রম পরিচালনা এবং এর রেজিষ্ট্রার দপ্তরের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ঐতিহাসিক এবং গৌরবোজ্জল স্থাপত্যকলার নিদর্শন সুপ্রাচীন পুরাতন হাইকোর্ট ভবনটি ব্যবহৃত হচ্ছে। নিরাপত্তার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম লাগানো রয়েছে। এছাড়াও ট্রাইবুনালের মূল ভবন, দুটি এজলাস কক্ষ (মাননীয় বিচারকগণ ও কর্মকর্তাগণের ব্যক্তিগত কক্ষসমূহ ব্যতীত) এবং পুরো এলাকাটি সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত।

মামলা ও রায় সংক্রান্ত

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দায়েরকৃত মামলাসমূহের মধ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়সমূহের প্রেক্ষিতে দায়েরকৃত আপিলসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় আপীল বিভাগ কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে রায় প্রদানের মাধ্যমে দুটি মামলা চূড়ান্তরূপে নিষ্পন্ন হয়েছে এবং দুজন আসামী আপীল চলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। রায় প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পন্ন দুটি মামলার মধ্যে **আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০২/২০১২, চীফ প্রসিকিউটর বনাম আব্দুল কাদের মোল্লা** মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ কর্তৃক প্রদত্ত রায় এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত **ক্রিমিনাল আপিল নং- ২৪ ও ২৫/২০১৩** মামলার রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় আপীল বিভাগ মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আসামী আব্দুল কাদের মোল্লা কে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করায় এবং ক্রিমিনাল

রিভিউ পিটিশন নং ১৭-১৮/২০১৩ মামলায় বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় আপীল বিভাগ আসামী আব্দুল কাদের মোল্লা কে প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড বহাল রাখায় গত ১৩ ডিসেম্বর ২০১৩ ইং তারিখে আসামী আব্দুল কাদের মোল্লা এর মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়েছে। অপর মামলা **আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০১/২০১১, চীফ প্রসিকিউটর বনাম দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী** মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ কর্তৃক প্রদত্ত রায় (মৃত্যুদন্ড) এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ক্রিমিনাল আপিল নং- ৩৯/২০১৩ মামলার রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় আপীল বিভাগ মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আসামী দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী কে ট্রাইব্যুনাল-১ কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড হ্রাস করে আমৃত্যু কারাদন্ড প্রদান করেন।

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় আপীল বিভাগ কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে রায় প্রদানের মাধ্যমে ০৩ (তিন) টি মামলা চূড়ান্তরুপে নিষ্পন্ন হয়েছে। রায় প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পন্ন মামলা আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৩/২০১২, চীফ প্রসিকিউটর বনাম মোহাম্মদ কামারুজ্জামান মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ক্রিমিনাল আপিল নং- ৬২/২০১৩ মামলার রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় আপীল বিভাগ মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আসামী মোহাম্মদ কামারুজ্জামান কে ট্রাইব্যুনাল-২ প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড বহাল রাখায় এবং ক্রিমিনাল রিভিউ পিটিশন খারিজ হওয়ায় গত ১১/০৪/২০১৫ ইং তারিখে আসামী মোহাম্মদ কামারুজ্জামান এর মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়েছে। অপর মামলা আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০২/২০১১, চীফ প্রসিকিউটর বনাম সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ কর্তৃক প্রদত্ত রায় (মৃত্যুদন্ড) এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ক্রিমিনাল আপিল নং- ১২২/২০১৩ মামলার রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় আপীল বিভাগ মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আসামী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী কে ট্রাইব্যুনাল-১ কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড এর সাজা বহাল রাখেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-২ কর্তৃক আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৪/২০১২, চীফ প্রসিকিউটর বনাম আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ মামলায় মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আসামী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ কে প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ক্রিমিনাল আপিল নং- ১০৩/২০১৩ মামলার রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় আপীল বিভাগ মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে আসামী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ কে ট্রাইব্যুনাল-২ কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদন্ড এর সাজা বহাল রাখেন। ক্রিমিনাল রিভিউ পিটিশন খারিজ হওয়ায় গত ২১/১১/২০১৫ ইং তারিখে আসামী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এবং সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এর মৃত্যুদন্ডাদেশ কার্যকর করা হয়েছে। ক্রিমিনাল আপিল নং- ১০২ ও ১০৫/২০১৩ এবং ১২৫/২০১৩ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় আপীল বিভাগে চলমান অবস্থায় আসামী আব্দুল আলীম ও আসামী গোলাম আজম যথাক্রমে ৩০/০৮/২০১৪ এবং ২৩/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মৃত্যুবরণ করেছে।

তদন্ত সংস্থা কর্তৃক তদন্ত শেষে প্রসিকিউশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে ফরমাল চার্জ দাখিলের মধ্য দিয়ে বিচার কার্যক্রম শুরু হয়ে ট্রাইব্যুনালদ্বয় কর্তৃক ২০১৪-২০১৫ ইং অর্থবছরে ১০(দশ) টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বর্তমানে শুধু ট্রাইব্যুনাল-১ সচল রয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের তালিকা

ক্রমিক নং	মামলা নম্বর	পক্ষগণের নাম	রায় প্রদানের তারিখ ও ফলাফল
০১.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৬/২০১১	চীফ প্রসিকিউটর বনাম গোলাম আজম	নব্বই বছর কারাদন্ড অথবা আমৃত্যু কারাভোগ ১৫.০৭.২০১৩
০২.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০২/২০১১	চীফ প্রসিকিউটর বনাম সালাউদ্দীন কাদের চৌধুরী	মৃত্যুদন্ড ০১.১০.২০১৩

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের তালিকা

ক্রমিক নং	মামলা নম্বর	পক্ষগণের নাম	রায় প্রদানের তারিখ ও ফলাফল
০১.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৪/২০১২	চীফ প্রসিকিউটর বনাম আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ	মৃত্যুদন্ড ১৭.০৭.২০১৩
০২.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০১/২০১২	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মোঃ আব্দুল আলীম	আমৃত্যু কারাদন্ড ০৯.১০.২০১৩
০৩.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০১/২০১৩	চীফ প্রসিকিউটর বনাম আশরাফুজ্জামান খান@ নায়েব আলী এবং চৌধুরী মুঈন উদ্দীন	মৃত্যুদন্ড ০৩.১১.২০১৩
০৪.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০২/২০১৩	চীফ প্রসিকিউটর বনাম এ,কে,এম ইউসুফ	আসামী এ, কে, এম ইউসুফ বিচারাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করায় মামলার আনুষ্ঠানিক ও চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘোষণা

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের তালিকা

ক্রমিক নং	মামলা নম্বর	পক্ষগণের নাম	রায় প্রদানের তারিখ ও ফলাফল
০১.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৩/২০১১	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মতিউর রহমান নিজামী	মৃত্যুদন্ড ২৯.১০.২০১৪
০২.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৪/২০১৩	চীফ প্রসিকিউটর বনাম জাহিদ হোসাইন খোকন	মৃত্যুদন্ড ১৩.১১.২০১৪
০৩.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০১/২০১৩	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মো: মোবারক হোসাইন	মৃত্যুদন্ড ২৪.১১.২০১৪
০৪.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৫/২০১৩	চীফ প্রসিকিউটর বনাম এ, টি, এম আজহারুল ইসলাম	মৃত্যুদন্ড ৩০.১২.২০১৪
০৫.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০১/২০১৪	চীফ প্রসিকিউটর বনাম আব্দুল জব্বার ইঞ্জিনিয়ার	আমৃত্যু কারাদন্ড ২৪.০২.২০১৫
০৬	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০২/২০১৪	চীফ প্রসিকিউটর বনাম সৈয়দ মো: হাসান @ হোসাইন আলী	মৃত্যুদন্ড ০৯.০৬.২০১৫

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের তালিকা

ক্রমিক নং	মামলা নম্বর	পক্ষগণের নাম	রায় প্রদানের তারিখ ও ফলাফল
০১.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৩/২০১৩	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মীর কাসেম আলী	মৃত্যুদন্ড ০২.১১.২০১৪
০২.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০৪/২০১৩	চীফ প্রসিকিউটর বনাম সৈয়দ মো:কায়সার	মৃত্যুদন্ড ২৩.১২.২০১৪
০৩.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং-০১/২০১৪	চীফ প্রসিকিউটর বনাম আব্দুস সোবহান	মৃত্যুদন্ড ১৮.০২.২০১৫
০৪.	আই,সি,টি-বিডি কেস নং ০২/২০১৪	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মাহিদুর রহমান ও আফসার হোসাইন	আমৃত্যু কারাদন্ড ২০.০৫.২০১৫

বিচারাধীন মামলার তালিকা

সাক্ষ্যগ্রহণ পর্যায় (২৩.১১.২০১৫খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	মামলা নম্বর	পক্ষগণের নাম	মামলার পর্যায় ও ধার্য তারিখ
০১	আইসিটি-বিডি কেস নং- ০৪/২০১৪	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মোঃ ওবায়দুল হক ওরফে তাহের এবং অন্যান্য	১১.১১.২০১৫ পি.ডব্লিউ-২৩
০২	আইসিটি-বিডি কেস নং- ০১/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর বনাম নাসির উদ্দিন আহম্মেদ @ নাসির @ ক্যাপ্টেন এটিএম নাসির গং	০৯.১১.২০১৫ পি.ডব্লিউ-০৬
০৩	আইসিটি-বিডি কেস নং- ০৩/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মাহিবুর রহমান এবং অন্যান্য	১০.১১.২০১৫ পি.ডব্লিউ-০৫

চার্জ শুনানী পর্যায়

ক্রমিক নং	মামলা নম্বর	পক্ষগণের নাম	মামলার পর্যায় ও ধার্য তারিখ
০১	আইসিটি-বিডি কেস নং- ০২/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর বনাম আশরাফ হোসেন এবং অন্যান্য	১৮.১১.২০১৫ ওপেনিং স্টেটমেন্ট
০২	আইসিটি-বিডি কেস নং- ০৪/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মোঃ শাখাওয়াত হোসেন এবং অন্যান্য	১৭.১১.২০১৫ চার্জ শুনানী
০৩	আইসিটি-বিডি মিস কেস নং- ১২/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মোঃ আমির আহাম্মদ ওরফে রাজাকার আমীর আলী ও অন্যান্য	২৪.১১.২০১৫ অধিকতর আদেশ

তদন্তপর্যায় (২৩.১১.২০১৫খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	মামলা নম্বর	পক্ষগনের নাম	মামলার বর্তমান পর্যায় ও ধার্য তারিখ
০১	আইসিটি-বিডি মিস কেস নং- ০৩/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মোঃ সোলায়মান মোল্লা ও অন্য একজন	১৬.১১.২০১৫ Formal Charge
০২	আইসিটি-বিডি মিস কেস নং- ০৪/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর বনাম আমজাদ আলী এবং অন্যান্য	১২.১১.২০১৫ Investigation report
০৩	আইসিটি-বিডি মিস কেস নং- ০৫/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর বনাম শেখ মোঃ আঃ মজিদ ওরফে মজিত মওলানা এবং অন্যান্য	১৫.১১.২০১৫ Investigation report
০৪	আইসিটি-বিডি মিস কেস নং- ০৬/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর বনাম সালামত উল্লাহ খান গং	২৩.১১.২০১৫ submitting formal charge

ক্রমিক নং	মামলা নম্বর	পক্ষগনের নাম	মামলার বর্তমান পর্যায় ও ধার্য তারিখ
০৫	আইসিটি-বিডি মিস কেস নং-০৭/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মোঃ লিয়াকত আলী	৩০.১২.২০১৫ Investigation report
০৬	আইসিটি-বিডি মিস কেস নং-০৮/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর বনাম সৈয়দ মোঃ হোসেন ওরফে হুসেন এবং মোঃ মোসলেম প্রধান	১৯.১১.২০১৫ For submitting formal charge
০৭	আইসিটি-বিডি মিস কেস নং-০৯/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর বনাম আব্দুল খালেক মন্ডল	০৯.১২.২০১৫ For further order
০৮	আইসিটি-বিডি মিস কেস নং-১০/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর বনাম এছাহাক সিকদার	০১.১২.২০১৫ আদেশের জন্য
০৯	আইসিটি-বিডি মিস কেস নং-১১/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর বনাম এম এ হান্নান	১৭.১১.২০১৫ আদেশের জন্য
১০	আইসিটি-বিডি মিস কেস নং-১৩/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর বনাম মৌলভী রমিজ হুসান	২৩.১১.২০১৫ For submitting formal charge
১১	আইসিটি-বিডি মিস কেস নং-১৪/২০১৫	চীফ প্রসিকিউটর বনাম শামসুল হুসাইন তরফদার ও অন্যান্য	০২.১২.২০১৫ Investigation report

আর্কাইভ স্থাপন

মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিচারে নিষ্পত্তিকৃত মামলাসমূহের নথি, রায়ের কপি ও মামলা সংশ্লিষ্ট কাগজাদিসমূহ এখন ঐতিহাসিক দলিল এবং রাষ্ট্রের অন্যতম স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এগুলো সংরক্ষণ করার জন্য একটি অত্যাধুনিক আর্কাইভ স্থাপন করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

১৩. গুরুত্বপূর্ণ মামলা সংক্রান্ত তথ্য

১০ ট্রাক অস্ত্র মামলা ঃ দেশের বহুল আলোচিত ১০ ট্রাক অস্ত্র সংক্রান্ত মামলার বিচার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিগত ৩০.০১.২০১৪খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত রায়ে আদালত বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৮ দলীয় জোট সরকারের মন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী, লুৎফুজ্জামান বাবরসহ ১৪ জন আসামীকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছেন।

২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা ও হত্যা মামলা ঃ বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁদের উপর পরিকল্পিতভাবে গ্রেনেড হামলার কারণে দায়েরকৃত হত্যাচেষ্টা, হত্যা এবং গ্রেনেড হামলা মামলা বর্তমানে সাক্ষ্য গ্রহণের শেষ পর্যায়ে আছে।

বিডিআর বিদ্রোহ ও হত্যাকান্ডের বিচার ঃ নবম জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের দুই মাসের মধ্যে পিলখানায় তৎকালীন বিডিআর এর সদর দপ্তরে কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল ও বিপথগামী বিডিআর (বর্তমানে বিজিবি) সদস্য কর্তৃক সংঘটিত ন্যাক্কারজনক বিদ্রোহ ও হত্যাযজ্ঞ মোকাবিলা করতে হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে দেশকে এক মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছিলেন। এ নৃশংস হত্যাকান্ডে বাংলাদেশের গৌরবোজ্জল সশস্ত্র বাহিনীর ৫৭ জন মেধাবী সামরিক কর্মকর্তাসহ ৭৪ জনকে শাহাদাত বরণ করতে হয়, যা জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি ।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিডিআর আইন অনুযায়ী বিদ্রোহের বিচার কাজ সম্পন্ন হয় এবং অপরাধী বিডিআর জওয়ানদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়। তাছাড়াও উক্ত ঘটনায় দায়েরকৃত হত্যা মামলার রায় বিগত ০৫/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ ঘোষিত হয়। মামলার রায়ে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা তোরাব আলীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ৫ লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৫ বছর কারাদন্ড প্রদান করা হয়। আদালত ১৫৪ জন আসামীকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিয়েছেন। এছাড়া ৪২১ জনের কারাদন্ডাদেশ হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫৯ জন আসামীকে যাবজ্জীবন ও ২৬২ জন আসামীকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়েছে। মোট ৮৫০ জন আসামীর মধ্যে খালাস পেয়েছেন ২৭১ জন। উল্লেখ্য যে, ইতিহাসের বৃহত্তম এ মামলায় আদালত ৬৫৫ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন।

সিলেটের চাঞ্চল্যকর শিশু রাজন হত্যা মামলা ঃ সিলেটের চাঞ্চল্যকর শিশু রাজন হত্যা মামলায় অভিযোগ দায়েরের পর ১৭ (সতের) কার্যদিবসে অভিযোগপত্রে উল্লেখিত ৩৮ জন সাক্ষীর মধ্যে ৩৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ও যুক্তিতর্ক শুনানী শেষে রায় ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত রায়ে ১৩ জন আসামীর মধ্যে ০৪ জনের মৃত্যুদন্ড, ১ জনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড, ০৩ জনের ০৭ বছর কারাদন্ড, ০২ জনের ০১ বছর কারাদন্ড এবং ০৩ জন-কে খালাস প্রদান করা হয়েছে। ডেথ রেফারেন্স শুনানীর জন্য ইতোমধ্যে নথি মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে পূর্বে নিষ্পত্তিকৃত যে কোন মামলার ব্যয়িত সময় থেকে স্বল্পতম সময়ে বিচারিক আদালত কর্তৃক সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ শেষে এ মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে।

খুলনার চাঞ্চল্যকর শিশু রাকিব হত্যা মামলা ঃ বিগত ০৩/০৮/২০১৫খ্রিঃ তারিখে খুলনায় শিশু রাকিব-কে পৈশাচিক ও নির্মমভাবে হত্যা করা হলে উক্ত তারিখে থানায় মামলা দায়ের করা হয়। ২৫/০৯/২০১৫খ্রিঃ তারিখে আদালতে অভিযোগপত্র দায়ের করা হলে ০৪/১০/২০১৫খ্রিঃ তারিখে বিচারিক আদালত চার্জ গঠন করেন। ১১/১০/২০১৫খ্রিঃ তারিখ সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু করে ২৫/১০/২০১৫খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অভিযোগ পত্রে উল্লেখিত ৪০ জন সাক্ষীর মধ্যে ৩৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ও যুক্তিতর্ক শুনানী শেষে ০৮/১১/২০১৫খ্রিঃ তারিখ ০৩ জন আসামীর মধ্যে ০২ জন আসামীকে মৃত্যুদন্ড ও ০১ জন আসামীকে খালাস প্রদান করে রায় ঘোষণা করা হয়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দ্রুততম সময়ে বিচারিক আদালত কর্তৃক সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ শেষে এ মামলারও রায় ঘোষণা করা হয়েছে।